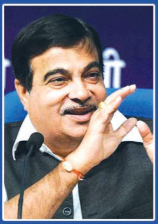

পথ-দুর্ঘটনা রুখে বাজিমাত সড়ক মন্ত্রকের
— পৃষ্ঠা : ১৬

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

পররাষ্ট্র নীতিতে মোদীর যুগান্তকারী সাফল্য
— পৃষ্ঠা : ২৭

৬৮ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা ।। ৬ জুন ২০১৬ ।। ২৩ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৩ ।। যুগাব্দ ৫১১৮ ।। website : www.eswastika.com ।।

২ বছর পার
মোদী সরকার

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৬ জুন - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

জ্যোতি বসুর মতো মমতাও কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে নিজেদের বলে চালাচ্ছেন □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : দিলীপবাবু, আপনাকে ‘দাদা’ হতে হবে □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

দু’বছর পূর্তির প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে মানুষের প্রত্যাশার চাপ উপলব্ধি করছেন মোদী □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১২

মোদীর আমলে কর্মসংস্থান : বিভিন্ন শিল্পে এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নতুন চাকরি □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ১৪

পথ-দুর্ঘটনা রুখে এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাবেই বাজিমাত সড়ক ও জাহাজ মন্ত্রকের □ অভিমন্যু গুহ □ ১৬

তথ্য সম্প্রচার দপ্তর প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে □ ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৯

কৃষির বিকাশ, বিকাশের ভিত্তি □ প্রদীপ ঘোষ □ ২১

বিকাশের শিল্প, শিল্পের বিকাশ □ অম্লান কুসুম ঘোষ □ ২২

স্বাস্থ্যে চোখধাঁধানো সাফল্য মোদী সরকারের □ ২৪

গত দু’বছরে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতবর্ষের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বেড়েছে □ প্রণয় রায় □ ২৫

পররাষ্ট্রনীতিতে মোদীর যুগান্তকারী সাফল্য □ অশোক মালিক □ ২৭

অন্ত্যোদয় : প্রান্তিক মানুষের সামাজিক ন্যায় ও কল্যাণের দিশা □ দীপ চক্রবর্তী □ ২৯

ত্রিপুরা যুক্ত হলো ভারতীয় রেল মানচিত্রে— পরিকাঠামো নির্মাণে একগুচ্ছ প্রকল্প □ তারক সাহা □ ৩১

‘সাত খুন মাফ’ কোন যাদুতে আবার ক্ষমতায় মমতা □ সাধন কুমার পাল □ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

অন্যরকম : ৩৩ □ **চিঠিপত্র : ৩৫** □ **খেলা : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতমাতা কী জয়

দেশকে মাতৃ-সম্বোধন আজ তথাকথিত ‘প্রগতিশীল’দের রীতিমত চক্ষুশূল হয়েছে। আর সেই দেশমাতৃকার নামে জয়ধ্বনি তাদের দেশবিরোধী আদর্শের ভিতে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার ফলে নকশালি আদর্শের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির আশঙ্কা থেকেই তৈরি হয়েছে ‘ভারতমাতা কী জয়’ কিংবা ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনির নির্লজ্জ বিরোধিতা। বিচার বিশ্লেষণে মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিষ্ণুপুরীজী, অধ্যাপক সাধু ভি রঙ্গরাজন, বরুণ দাস, সৌম্যজিৎ মাইতি প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হামলার রাজনীতি

বিধানসভা নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হইয়া তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন। রাজ্যবাসীর এই জনাদেশ রাজ্যের সকল রাজনৈতিক দলই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলের তরফেও এই জয়কে রাজ্যের মানুষের জয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হইয়া মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছিলেন—বদলা নয়, বদল চাই। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে মানুষ বুঝিয়াছিল, মুখ্যমন্ত্রীর ইহা কথার কথামাত্র। বাস্তবে তাহার অস্তিত্ব নাই। গত ৩৪ বৎসর ধরিয়া বামফ্রন্ট রাজত্বে যে সন্ত্রাস মানুষ দেখিয়াছে, তৃণমূলের রাজত্বে তাহার কোনো ব্যতয় নাই। যে চটি বামফ্রন্ট ফেলিয়া গিয়াছিল সেই চটিতেই পা গলাইয়া তৃণমূল রাজ্য চালাইতেছে। বিরোধীদের কোণঠাসা করিতে নিত্য দিনই খুন-জখম, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাকার নানাবিধ ঘটনা ঘটিতেছে। দ্বিতীয়বার বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়ী হইয়া তৃণমূল সরকার ক্ষমতাসীন হইলে রাজ্যবাসী ভাবিয়াছিল, এইবার সুপবন বহিবে। কেননা আগামী পাঁচ বছর এই রাজ্যে শাসকদলকে উৎখাত করিবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু ইহা যে মরীচিকা মাত্র শপথ গ্রহণের পরপরই রাজ্যবাসী তাহা অনুভব করিতেছে। কোচবিহার হইতে কাকদ্বীপ—সর্বত্রই অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে। বিরোধী দলগুলির পার্টি অফিস জ্বালানো এবং কর্মী ও সমর্থকদের উপর অত্যাচারের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটিতেছে। ভোটের পর শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা লাগাতার সন্ত্রাস চালাইতেছে। মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হইতে না হইতেই হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর থানার চাঁপদানির গৌরহাটিতে পার্টি অফিস পোড়ানো হইয়াছে। আরামবাগ থেকে পাণ্ডুয়া, চুঁচুড়া থেকে চাঁপদানি—হুগলী জেলার সর্বত্র বিজেপি নেতা-কর্মীরা আক্রান্ত হইতেছেন। বর্ধমান জেলার অণ্ডালের মদনপুর পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি-র জেলা কমিটির এক সদস্যের বাড়ি ভাঙচুর করিয়াছে। কাকদ্বীপ, ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক বিজেপি ও বিরোধী দলগুলির কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটিতেছে। গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রের করচাখালি গ্রামে বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় কুমার নায়েকের বাড়িতে লুঠপাট ও ভাঙচুর হইয়াছে। অভিযোগের তির সর্বত্রই শাসক দলের দিকে। এহ বাহ্য। বিরোধী দলের নহে, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই বীরভূম জেলার সাঁইথিয়াতে জখম হইয়াছেন কয়েকজন। বর্ধমানের খোশবাগানে শাসকদলের এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিজের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ করিয়াছেন খোদ তৃণমূল কাউন্সিলরই। বস্তুত গরিষ্ঠসংখ্যক হামলার পিছনে রহিয়াছে শাসকদলই।

প্রথম দফার রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গকে এই রাজনৈতিক দূষণ হইতে রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হইয়াছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুনরায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়া ক্ষমতায় ফিরিয়াছেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, জনগণ কাহাকেও প্রত্যাখান করিতে দ্বিধা করে না। বাম আমলে যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি ছিল এখনও তাহার কোনো বদল হয় নাই। সারদা, নারদ, উড়ালপুল প্রভৃতি বহু অভিযোগ সত্ত্বেও তৃণমূলের পক্ষে যে জনাদেশ গিয়াছে তাহার মূলে জনগণের তিক্ত অভিজ্ঞতা। এখনও যদি তৃণমূল একই মুদ্রার ওপিঠ হইয়াই থাকিতে চায়, বিরোধী শক্তিকে খতম করিয়া দেওয়ার তত্ত্বেই বিশ্বাস অটুট রাখিতে চায় তবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি রোখা যাইবে না। জনাদেশের মর্মার্থ বুঝিয়া শাসকদল পরিচালিত হইলেই দেশ ও জাতির মঙ্গল।

সুভাষিতম্

শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্।
ন তৃষ্ণায় পরো ব্যাধির্ন চ ধর্মো দয়াসমঃ।। (চাণক্যনীতি)

শান্তির তুল্য কোনো তপস্যা নেই। সন্তোষের চেয়ে বড় সুখ নেই। বাসনা অপেক্ষা বড় শত্রু নেই। দয়ার মতো ধর্ম নেই।

কংগ্রেস নেতাদের দুর্নীতির প্রমাণ আমাদের কাছে আছে : অরুণ জেটলি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি সাফ বলে দিয়েছেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে যে প্রচার চলছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। তিনি বলেন, দরকার পড়লে দুর্নীতির যেসব প্রমাণ এখনও পর্যন্ত

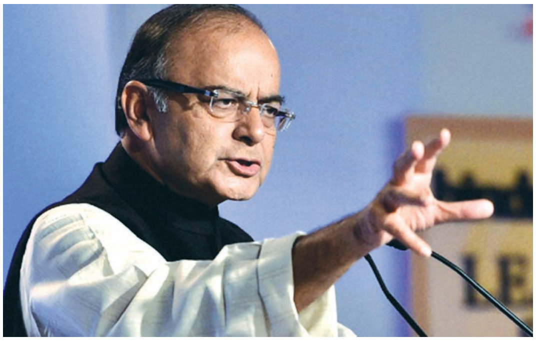

পাওয়া গেছে তা সংসদে পেশ করে যে কোনো বিতর্কে তিনি অংশ নিতে প্রস্তুত।

কাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেছে? অর্থমন্ত্রী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে ইঙ্গিত দিয়েছেন তারও। বলেছেন, কংগ্রেস শাসিত একটি রাজ্যের একজন বর্তমান ও একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী— সম্প্রতি যিনি পাঞ্জাবে প্রচারকার্য চালিয়ে এসেছেন, একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর পরিবারের সদস্য, ন্যাশনাল হেরাল্ড কাণ্ড এবং অগুস্তা ওয়েস্টল্যান্ড কাণ্ডের কথা। সংসদে দুর্নীতি সংক্রান্ত যে কোনো বিতর্ককে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, 'কংগ্রেস যখন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া এবং কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিল তখনও আমরা সংসদে বিতর্ক চেয়েছিলাম।'

অর্থমন্ত্রী কারও নাম না করলেও তিনি যে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিং, কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী, পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি. চিদাম্বরম-পুত্র কীর্তি চিদাম্বরমের কথাই বলতে চেয়েছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত রাজনৈতিক মহল। এদের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ রয়েছে একবার দেখে নেওয়া যাক।

১। বীরভদ্র সিং—বিপুল অবৈধ সম্পত্তি

২। সোনিয়া গান্ধী—ন্যাশনাল হেরাল্ড ও অগুস্তা কাণ্ড

৩। রাহুল গান্ধী—ন্যাশনাল হেরাল্ড ও অগুস্তা কাণ্ড

৪। অমরিন্দর সিং—সুইস ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট

৫। কীর্তি চিদাম্বরম—বিপুল আয়কর ফাঁকি

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামীদিনে সরকারের প্রধান লক্ষ্য হতে চলেছে সংস্কার। তিনি বলেছেন, 'প্রথমে আমরা জিএসটি বিল পাশ করাতে চাই। তারপর কোম্পানি আইনের সংশোধনী বিল, এস এ আর এফ এ ই এস আই (সিকিউরাইটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফাইনানশিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট), ডিআরটি (ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল) ইত্যাদি একে একে আসবে।' অপেক্ষমাণ বিলের তালিকায় আরও যা রয়েছে তা হলো বেনামি বিল— খুব শীঘ্রই যা আইনে রূপান্তরিত করতে চায় সরকার। এই আইনের মাধ্যমে বিদেশি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকা দেশে ফেরানো আরও সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, তিনি আশা করছেন এ বছরের শেষ নাগাদ জিএসটি বিল সংসদে পাশ হয়ে যাবে। তার পরেও অবশ্য দেশের অন্তত অর্ধেক রাজ্যের অনুমোদন লাগবে, কিন্তু সেটা কোনো সমস্যা নয় বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এনডিএ-র জনপ্রিয়তায় বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন এনডিএ— জনপ্রিয়তার বিচারে কে কোথায় দাঁড়িয়ে? সম্প্রতি এবিপি নিউজ ও আই এম আর বি-র যৌথ সমীক্ষায় এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেছে। এখনই নির্বাচন হলে এনডিএ জোট লোকসভার ৫৪৩টি আসনের মধ্যে ৩৪২টি পাবে বলে জানিয়েছে সমীক্ষক সংস্থাদু'টি। গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এই আসন সংখ্যা সামান্য হলেও বেশি। পাশাপাশি আরও জানা গেছে দু'বছর অতিক্রম করার পরেও প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তায় বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। সমীক্ষায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এখন নির্বাচন হলে উত্তরের ১৫১টি আসনের মধ্যে এনডিএ জোট পাবে ১২৬টি। পশ্চিমের ১১৬টি আসনের মধ্যে ১০৪টি। দক্ষিণের ১৩৪টি আসনের মধ্যে ৫০টি। আর, পূর্বের ১৪২টি আসনের মধ্যে ৬২টি আসন পাবে এনডিএ জোট। তাদের ভোটও ২০১৪ সালের (৪৫ শতাংশ) থেকে বেড়ে হবে ৫২ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী এবং এনডিএ-র এই জনপ্রিয়তার কারণও ব্যাখ্যা করেছে সমীক্ষা। বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও জনধন প্রকল্পের মতো একাধিক প্রকল্পের সাফল্যই এই বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ।

স্বাবলম্বনের পথে ভারতের পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ইউপিএ সরকারের আমলে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে যে দুর্দশা দেখা গিয়েছে, এর আগে এদেশে তা কখনও হয়নি। দেশের ভেতরে তেল ও গ্যাসের উত্তোলন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খননের জন্য পরিবেশ দপ্তর থেকে মহাকাশ দপ্তরে যে ছাড়পত্র প্রয়োজন, তাও মেলেনি। এর ফলে ইতালির এনি ও অস্ট্রেলিয়ার ভিএইচপি-সহ অনেক বিদেশি কোম্পানি হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। খোদ ভারত সরকারই কোম্পানিগুলির হাত-পা এমনভাবে বেঁধে দিয়েছিল যে তেল ও গ্যাসের উত্তোলন প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। ফলে তেল আমদানির উপর নির্ভরতা ৮০ শতাংশ বেড়ে যায়। দেশের বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডারের প্রায় ৫০ শতাংশ তেল আমদানি করতে ব্যয় হচ্ছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকার গঠনের পর প্রথমেই আমদানি তেলের উপর নির্ভরতা কীভাবে কমানো যায় তার উপর

নজর দেন। এই লক্ষ্যে নেওয়া পদক্ষেপগুলি হলো :

□ দেশের ভেতরেই তেল ও গ্যাসের খনন ও উৎপাদনের জন্য এক নতুন নীতি প্রণয়ন।

□ ভারতের পেট্রোলিয়াম নীতি এখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের আধুনিক নীতির সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত।

□ পেট্রোলিয়ামের বাড়তি চাহিদা মেটানোর জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে এক নতুন তেল রিফাইনারি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে মুসলমান রাজনীতিকদের বঞ্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ লোকসভায় আগেই ভাঁড়ার শূন্য হয়েছিল। আশিটি লোকসভা আসনযুক্ত দেশের সর্ব বৃহৎ রাজ্যে উত্তরপ্রদেশে যেখানে ১৮ শতাংশ মুসলমানের বাস সেখান থেকে তাদের কোনো প্রতিনিধি মোদী ঝড়ে লোকসভার চৌকাঠ ডিঙোতে পারেনি। এবার বরাতে জুটল আরও দুর্গতি। মুসলমানের দুঃখে বিগলিত প্রাণ সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি আর এদের সকলের মহাগুরু মুসলমান তোষণের ধারক ও বাহক কংগ্রেস কোনো অলীক কারণে রাজ্যসভায় তাদের বরাদ্দ আসন থেকে ১ জনও মুসলমান প্রতিনিধিকে মনোনয়ন দিল না।

সমাজবাদী পার্টি দলছুট বেণীপ্রসাদ বর্মা ও সদ্য দলে যোগ দেওয়া অমর সিংকে বেছে নিলেও মুসলমানবহুল দলের প্রধান বলে খ্যাত মুলায়ম কোনো মুসলমানকে রাজ্যসভায় পাঠাচ্ছেন না। অথচ তাঁর দলের মুসলমান বিধায়ক সংখ্যা ৪২ জন। উত্তরপ্রদেশে মোট ৬৮ জন মুসলমান বিধায়ক রয়েছেন। সংবাদসূত্র অনুযায়ী কংগ্রেসের তরফে কপিল সিবালের মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর কংগ্রেসের মুসলমান নেতারা মুষড়ে পড়েছেন। 'আর কোনো দল না পাঠাক কংগ্রেসের অন্তত কাউকে তো পাঠানো অবশ্যই উচিত ছিল'— এই বলে ক্ষোভ উগরে দেন উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান সিরাজ মেহেন্দী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৫টি রাজ্য থেকে রাজ্যসভার ৫৭টি আসনে নির্বাচন হবে আগামী ১১ জুন। বিজেপি থেকে এবার মোদী মন্ত্রীসভায় রাজ্যসভার যে কজন রয়েছেন, তাঁরা সকলেই ফের দলের মনোনয়ন পেয়েছেন। এঁরা হলেন বেঙ্কাইয়া নাইডু, পীযূষ গোয়েল, বীরেন্দ্র সিংহ, মুখতার আব্বাস নকভি, নির্মলা সীতারামন ও সুরেশ প্রভু। রাজ্যসভায় আর একবার মনোনয়ন পেয়েছেন এম জে আকবর। চন্দন মিত্র অবশ্য এবার আর মনোনীত হননি। বদলে পেয়েছেন বিনয় সহস্রবুদ্ধে।

ওদিকে তারা যে শুধু এইসব দলগুলির নিছক ভোটব্যাঙ্ক হিসেবেই ব্যবহার হন তা মুসলমানরা ক্রমশ উপলব্ধি করছেন। এই মর্মে মুসলমানদের এক প্রতিনিধি দল সপা প্রধান মুলায়মের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে। জামা মসজিদের ইমাম আহমেদ বুখারি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন শীঘ্রই তিনি প্রতিবাদ আন্দোলনে নামবেন।

ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষীরা বোধহয় এবার ফ্যাঁসাদে পড়লেন।

সাড়ম্বরে পালিত হলো বীর সাভারকরের জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বাধীনতা সংগ্রামে অশেষ আত্মত্যাগ করা সত্ত্বেও বীর সাভারকরকে বিস্মৃতির গর্ভে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বাম-কংগ্রেস বুদ্ধিজীবীদের কাছে তিনি হিন্দুত্ববাদী, সাম্প্রদায়িক। তাঁর জীবনের আলোকোজ্জ্বল প্রভা, কর্মকাণ্ড যাতে জনমানসে ছাপ না ফেলতে পারে তাই তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিচয়কে কিছুতেই 'লাইমলাইট'-এ আসতে দেয়নি তারা। এমনকী, কংগ্রেসী নেতা ও মন্ত্রী মণিশঙ্কর আয়ার আন্দামানের জেল থেকে তাঁর স্মৃতিফলকটি পর্যন্ত উপড়ে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই যে মানুষটির একজন অবিসংবাদিত সর্বজনগ্রাহ্য বীর বিপ্লবীর সম্মান পাওয়া উচিত ছিল, আজ তাঁর নাম, পরিচয় কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। তবে সত্য যেমন কখনও অপ্রকাশিত থাকে না, তেমনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ জ্ঞাত হচ্ছে। তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ইতিবাচক লেখালিখির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারও তাঁর স্মৃতি রক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে।

অনির্বাণ জ্যোতি

গত ২৮ মে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের জন্মদিন উপলক্ষে পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান লোকসভার স্পিকার সুমিত্রা মহাজন, অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, লোকসভার এথিক্স কমিটির চেয়ারপার্সন লালকৃষ্ণ আদবাণী-সহ প্রাক্তন ও বর্তমান সাংসদেরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে সাভারকরজীর প্রতিকৃতির উন্মোচন করেছিলেন। এদিন তাঁর জন্মদিন পালনের পাশাপাশি লোকসভা সেক্রেটারিয়ট দ্বারা প্রকাশিত সাভারকরজীর জীবনের স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায় আধারিত একটি বুকলেট উপস্থিত সকলকে প্রদান করা হয়। অন্যদিকে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সাভারকরের জন্মদিন পালন করেন আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারস্থিত সেলুলার জেলে। এদিন তাঁর ১৩৩ তম জন্মদিনকে স্মরণীয় রাখতে সেলুলার জেলে অনির্বাণ জ্যোতি উদ্বোধন করেন অমিত শাহ। শ্রী শাহ এদিন তাঁর ভাষণে বলেন, সেলুলার জেলে বন্দি থাকাকালীন সাভারকর যে আত্মত্যাগ, অসীম সাহস ও সহ্যক্ষমতা দেখিয়েছেন, তা আজও অনুপ্রেরণা যোগায়। শ্রী শাহর কথা অনুসারে এই জ্যোতি 'প্রেরণা স্থান' হিসাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে গণ্য হবে। ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, এই অগ্নিশিখা ভারতীয়দের কাছে এক তীর্থস্বরূপ।

ইন্ডিয়ান হাউসের সঙ্গে সংযোগ থাকার কারণে যে কালাপানিতে বিনায়ক সাভারকরকে ব্রিটিশ সরকার পাঠিয়েছিল, সেই স্থানে এদিন স্থাপিত এই অনির্বাণ শিখাটিকে ২৪ ঘণ্টাই জ্বালিয়ে রাখতে এলপিজি বিনামূল্যে গ্যাস সরবরাহ করবে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই শিখা নির্মাণ করেছে ইন্ডিয়ান অয়েল ফাউন্ডেশন।

চীনকে ঠেকাতে মহড়া ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের কর্তৃত্ব কায়েমের প্রচেষ্টা ঠেকাতে চারটি যুদ্ধজাহাজ নামাল ভারত। গত ৩০ মে ভিয়েতনাম ও ফিলিপিন্সের নৌ-ঘাঁটির মধ্যে দু'টি জাহাজ নামানো হয়েছে। কূটনৈতিক মহলের মতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটে চীন ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে বুঝেই মোক্ষম সময়ে দক্ষিণ চীন সাগরে প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টায় নেমেছে ভারত। যদিও নয়া দিল্লীর তরফে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে এশীয় দেশগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সদ্ভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক-বৃদ্ধির সম্ভাবনার জন্যই চারটি যুদ্ধ জাহাজ নামানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারতের বিদেশনীতির অন্যতম সিদ্ধান্ত হলো রাষ্ট্রপুঞ্জ নেতৃত্ব দেয় না এমন কোনো জোটের মধ্যে দেশ ঢুকবে না। ইতিপূর্বে, চীনের পিপ্‌ল লিবারেশন আর্মির নৌবাহিনী ভারতীয় যুদ্ধজাহাজকে এই বলে হুমকি দিয়েছে যে তারা চীনের আওতাধীন জল-এলাকায় ঢুকে পড়েছে।

সরকারি সূত্রে খবর, ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'র প্রদর্শনস্বরূপ দক্ষিণ চীন সাগরে তাদের উপস্থিতি জানান দিতে তিন দিনের সফরে ফিলিপিন্সের সুবিক বে-তে পৌঁছে গিয়েছে ভারতের দু'টি নৌ-জাহাজ শেষাদ্রি ও শক্তি। ভারতের অন্য দুটি যুদ্ধজাহাজ আই এন এস সাতপুরা ও আই এন এস কিরচ্‌ পৌঁছে গিয়েছে ভিয়েতনামের কাম-রান বে-তে। ২ জুন নাগাদ ভারতীয় যুদ্ধজাহাজগুলি রওনা দেবে। প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছোনোর পূর্বে উত্তর-দক্ষিণ চীন সাগরে মালাবার উপকূলে মার্কিন নৌ-বাহিনী এবং জাপানি সামুদ্রিক আত্ম-প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে তাদের যৌথ মহড়া হবে। ২০১৪-র পরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জাপান ওকিনাওয়ায় ভারত সামরিক মহড়ায় অংশ নেবে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে চলতি মাসের গোড়ায় নয়াদিল্লীতে ভারত-মার্কিন সামুদ্রিক নিরাপত্তা আলোচনা আয়োজিত হতে চলেছে। তার আগে এশীয় প্রশান্তমহাসাগরীয় বিষয়ে যে যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে উভয় দেশের তরফ থেকে তাতে দক্ষিণ চীন সাগরে 'নৌ-চালনের স্বাধীনতা'র কথাই বলা হয়েছে।

হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন তামিলনাড়ুতে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এতকাল হরপ্পা সভ্যতার ক্ষেত্র বলতে আমরা বুঝতাম ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। কিন্তু সম্প্রতি তামিলনাড়ুতেও হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেল। দীর্ঘ খননকার্যের পর এখনও পর্যন্ত যা প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে পুরাতত্ত্ববিদদের ধারণা, হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো লোথাল কালিবঙ্গানের মতো ভারতের দক্ষিণেও হরপ্পা সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা জেলার পল্লাইসানথাই থিদাই অঞ্চলে পুরাতত্ত্ববিদরা অনেকদিন ধরেই খননকার্য চালাচ্ছিলেন। এতদিনে তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেলেন। তাঁরা জানিয়েছেন মাটির নীচে যে শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে তা হরপ্পার মতোই নাগরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভরা। কেউ কেউ বলছেন দক্ষিণের এই সভ্যতা হরপ্পার থেকেও প্রাচীন। সম্ভবত ৬-৭ হাজার বছরের পুরনো। ইতিমধ্যেই এই আবিষ্কারে সাড়া পৃথিবীতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এর পর কী হয় জানার জন্য সবাই এখন উদগ্রীব।

উবাচ

“ আকাশ থেকে এখানে মৃত্যু নেমে এসেছিল...। এই মাটি থেকেই বদলে গিয়েছিল বিশ্ব। কিন্তু আজ এই শহরের শিশুরা তাদের বাকি জীবন শান্তিতে কাটাবে। এর থেকে পরিতৃপ্তির আর কী হতে পারে। ”

বারাক ওবামা
প্রেসিডেন্ট, ইউএসএ

জাপানে হিরোশিমা মেমোরিয়ালে শ্রদ্ধা জানানো প্রসঙ্গে।

“ যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিলাম সেটা বেশ কঠিন। সেই লক্ষ্যে পৌঁছেছি বলে দাবি করছি না। কিন্তু যা করেছি তাই-ই এটা প্রমাণ করছে। লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করতে পারছি বলে আমি আত্মবিশ্বাসী। আমাদের দেশে লোকেরা কতটা কাজ হয়েছে তার থেকে কতটা কাজ হয়নি তা নিয়েই বেশি চর্চা করে। ”

নীতীন গড়করি
কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী

বিদ্যুৎ-চালিত সরকারি বাস চালানো প্রসঙ্গে।

“ কাউকে অসম্মান করাটা কোনো কাজের কথা নয়। এতে মজারও কিছু নেই। কৌতুক আর অপমানের মধ্যে ফারকটা বোঝা উচিত। ”

অঞ্জলি তেণ্ডুলকর,
সচিন তেণ্ডুলকরের স্ত্রী

কৌতুকশিল্পী তন্ময় ভট্ট-র ব্যঙ্গ ভিডিও পোস্ট করা প্রসঙ্গে

“ গোটা পাকিস্তানকেই আঘাত করার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। কিন্তু এই ধরনের কথা আমরা বলতে চাই না। কারণ পরমাণু অস্ত্র কখনই যুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না। এটা ভয় দেখানোর জন্য যথেষ্ট। ”

এন সি ভিজ
ভারতের প্রাক্তন সেনাপ্রধান

পাক-পরমাণু অস্ত্রের জনক ড. আবদুল কাদির খানের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

জ্যোতি বসুর মতো মমতাও কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে নিজেদের বলে চালাচ্ছেন

গূঢ় পুরুষের কলম

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে তৃণমূল কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় এসেছে। আগামী পাঁচ বছর এই সরকার এই রাজ্যের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। বলা হচ্ছে, গত পাঁচ বছরে যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। গ্রামের মানুষ দু'টাকা কেজি দরে চাল, গম পাচ্ছেন। সরকারি হাসপাতালে নিখরচায় চিকিৎসার সুযোগ, মেয়েদের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প, ন্যায্যমূল্যে ওষুধ ইত্যাদি। ক্লাস নাইনে উঠলে সরকার ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল দিচ্ছে। উন্নয়নের নামে এইসব দাতব্য কর্মের বিনিময়ে তৃণমূল কংগ্রেস ২১১টি আসন জিতে একাই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বার সরকার গড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দাতব্য যে এক নয় তা অজানা নয়। গ্রাম বাংলার মানুষ বিনি পয়সার সাইকেল, বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলের পাঠ্য বই, গরিববাড়ির মেয়ের বিয়ের বয়েস হলে সরকারি অর্থসাহায্য, পাড়ায় পাড়ায় ক্লাবের ছেলেদের ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান 'ভোট' হয়ে নেত্রীর আঁচলে জমা পড়েছে। সরকারি কোষাগার শূন্য করে ভোটের এমন রাজনীতির পথ দেখিয়েছে বামেরা। মমতার মতোই জ্যোতি বসুরা কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে নিজেদের প্রকল্প বলে চালিয়ে ছিলেন। কন্যাশ্রী প্রকল্প, সাইকেল বিলি, বিনামূল্যে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক দেওয়া ইত্যাদি সবই কেন্দ্রীয় প্রকল্প। মমতা দিদি শুধু তাঁর নিজস্ব স্টাইলে নামকরণ করেছেন প্রকল্পের। বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও কেন্দ্রীয় প্রকল্পেরই নাম দিয়েছেন কন্যাশ্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চালু করা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প মমতার উন্নয়ন প্রকল্প বলে বাজারে চড়াম চড়াম করে ঢাক বাজাচ্ছে তৃণমূলীরা।

প্রশ্ন হচ্ছে, এইসব সস্তা প্রচার করে রাজ্যের রুগ্ন অর্থনীতিকে কতদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। বড় এবং মাঝারি শিল্পে এই রাজ্যে বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। দেশের সমস্ত রাজ্যের দশ শতাংশ রাজস্ব চলে যায় পুরানো দেনা মেটাতে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পুরানো দেনা মেটাতে রাজস্ব আদায়ের সত্তর শতাংশ চলে যায়। বাম আমলের পাহাড় প্রমাণ ঋণের বোঝা আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উন্নয়নের নামে খয়রাতি প্রকল্পের বিপুল ব্যয়। এইসব আর্থিক দায় ঘাড়ে নিয়ে মমতার দ্বিতীয় দফার সরকার কীভাবে সব সামাল দেবে সেটাই এবার দেখার। দেউলিয়া সরকারের শূন্য তহবিল নিয়ে যে অশনি সঙ্কেত এখনই দেখা যাচ্ছে তাতে স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গ বেনজির আর্থিক সঙ্কটে পড়তে যাচ্ছে। নতুন মন্ত্রীসভার প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়ের পরেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন যে বেতন কমিশনের প্রস্তাব কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত সরকারি কর্মীদের 'ব্যান্ড পে'-এর উপরে প্রতি মাসে দশ শতাংশ ইন্টারিম রিলিফ দেবে তাঁর সরকার। এতে সরকারের খরচ হবে তিন হাজার কোটি টাকা। এই রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বকেয়া। পোস্টাল ব্যালটে সরকারি কর্মীদের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। তৃণমূল প্রার্থীরা অধিকাংশ আসনেই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সরকারি কর্মীদের সমর্থন পাননি। চলতি আর্থিক বছরে রাজ্য সরকারের ঋণের বোঝা ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াবে। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন আর পেনশন দিতেই খরচ হয় ৫০ হাজার কোটি টাকা। নয়া বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে গেলে এর সঙ্গে যুক্ত হবে অতিরিক্ত ২০ হাজার কোটি টাকার দায়ভার। এটাও সত্যি যে দীর্ঘকাল বেতন কমিশনের সুপারিশ আর্থিক সঙ্কটের অজুহাত দেখিয়ে ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।

ভোটে সাফল্য পেতে বিশাল অঙ্কের খরচের বোঝা ঘাড়ে নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকটা নিজেকে সাহসী বীর প্রমাণ করতে তিনি হাওয়াই চটি পায়ে দিয়ে বাঘের পিঠে চড়ে বসেছেন। বাঘের পিঠে চড়া হয়তো যায়। কিন্তু বাঘের পিঠ থেকে নামা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর স্টাইলে উন্নয়ন করতে গিয়ে ঋণের ফাঁদে পা দিয়েছেন। ঋণের এই ভুলভুলাইয়া থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা যে আর সম্ভব নয় সেকথা অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানেন। আর জানেন বলেই সরকারি কর্মীদের বেতনে ১০ শতাংশ রিলিফ দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে গিয়ে তাঁর গলা বুজে যাচ্ছিল। পা কাঁপছিল। কারণ, তিনি জানেন না যে রিলিফের তিন হাজার কোটি টাকা কীভাবে আসবে। বাড়তি খরচ মানেই বাড়তি চাপ। যেখানে সরকারি ব্যয় সঙ্কোচের মাধ্যমেই রাজ্যের আর্থিক পরিকাঠামোকে রক্ষা করা সম্ভব সেখানে মুখ্যমন্ত্রী উল্টো পথে চলতে চাইছেন। এই পথে চললে তাঁর নিজের এবং তাঁর সরকারের পতন অনিবার্য। ঋণের ভারে জর্জরিত এক সরকারের উপর শিল্পপতিরা ভরসা করে এই রাজ্যে বড়সড় বিনিয়োগ করবেন কেন? তাই এখন দরকার বাড়তি আর্থিক দায় এড়িয়ে চলা। কারণ, তাঁর সরকারের আর্থিক দায় যতই থাক না কেন চলতি জনমোহিনী প্রকল্পগুলিকে বন্ধ করতে পারবেন না। সেগুলি চালু রেখে আবার নতুন নতুন খয়রাতি প্রকল্প শুরু করাটা আত্মহত্যার মতো অপরাধ। কিন্তু দিদিকে সেকথা বোঝাবে কে? তিনি বাঘের পিঠে চড়ে বসেছেন। বাঘের পিঠ থেকে তাঁর নামাটা সম্ভব নয়। রাজ্য আর্থিক দুর্দশায় পড়ে নাকাল হলেও তাঁকে খয়রাতি জনমোহিনী প্রকল্প ঘোষণা করেই যেতে হবে। ∎

দিলীপবাবু, আপনাকে 'দাদা' হতে হবে

মাননীয় দিলীপ ঘোষ
সভাপতি, রাজ্য বিজেপি
৬, মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা

দাদা,

আপনাকে দাদাই বললাম। আপনাকে দেখে কেমন যেন মনে হয়েছে আপনি ঠিক বাবু ডাকার মতো নন। মাফ করবেন, মনে হয়েছে, আপনি বাবু ডাক খুব একটা পছন্দ করবেন না। আপনার হাসি হাসি মুখটা বেশ লাগে। আবার, আপনার মুখে কড়া কথা শুনতেও বেশ লাগছে। আপনি যেভাবে শুরু থেকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাতে আপনাকে বেশ লাগছে। বোঝা যাচ্ছে, আপনি সাজিয়ে কথা বলতে জানেন না। আপনার সাংবাদিক সম্মেলনও কেমন যেন সোজাসাপ্টা।

এই কারণেই আপনি দাদা। আমি নিজে দিদির ভক্ত। দারুণ ভক্ত। ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিই বটে কিন্তু দিদি মানে দিদি। কোনো কথা হবে না। আসলে দিদির ওই সোজাসাপ্টা ব্যাপারটাই আমাকে ওঁর ফ্যান করেছে। আপনার ক্ষেত্রেও দেখছি সেটা হচ্ছে।

ভ্যানতারা না করে সোজা কথাটা বলেই ফেলি। দিদি তো মহা-ক্ষমতা নিয়ে সিংহাসনে রইলেন। এবার পথে একটা দাদা দরকার। সেই পথের দাদা হিসেবে রাজ্যবাসীও আপনাকে চাইছে। আপনিই আগামী দিনে বাংলার বিরোধী মুখ হিসেবে এক নম্বরে। কারণ দুটো।

প্রথমত, রাজনীতিতে আপনি যেভাবে এলেন সেটা রাজ্য আগে দেখেনি। এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। একই বছরের মধ্যে রাজনীতিতে যোগ, রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পাওয়া এবং খড়্গপুর সদরের মতো আসনে এই প্রথমবার কংগ্রেসকে হারিয়ে জয়ের রেকর্ড।

দ্বিতীয় কারণটা হলো, কংগ্রেস বা সিপিএমের কোনো নেতারই আর গ্রহণযোগ্যতা নেই। হেরো সূর্যকান্তকে দিয়ে যে কোনো সূর্যোদয় সম্ভব নয়, সেটা বুঝছে মানুষ।

জোট কেন, বামফ্রন্টেরও কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। সিপিএম নেতারা মনে করেন, তাঁরা দাদা। তাঁরা যা বলবেন, শরিকদের তাই মানতে হবে। একসময় সিপিএম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ ছিল বামফ্রন্টের শরিক নেতাদের। একান্নবর্তী ফ্রন্টে কোনো ভাইয়ের ক্ষমতা বেশি, কারও ক্ষমতা কম। হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না। কিন্তু অভিযোগের ভিত্তিতে ফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারেনি শরিক দলগুলি। কারণ স্পষ্ট— অস্তিত্বসংকট। ফ্রন্টের ছাতার তলায় তবু ছোট শরিকদের নামগুলি টিকে আছে। ফ্রন্ট ছাড়লে তারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়বে না। সময় বদলেছে। বাম শরিকেরা এখন অণু থেকে অণুতর হয়েছে। কোনো কোনো দলের প্রাপ্ত ভোট 'নোটা'র চেয়েও কম। 'নোটা'র সঙ্গে তুলনীয় না-হলেও এক সময়ের অবস্থাপন্ন দাদার চেহারাও করুণ হয়েছে। বাংলায় অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছে সিপিএম। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেও ভোটক্ষয় আটকানো যায়নি।

প্রশ্ন উঠছেই যে, বিধানসভা ভোটে ব্যাপক বিপর্যয়ের পর কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের জোট আদৌ টিকবে কি না। সর্বস্তরের সিদ্ধান্ত জানা না গেলেও মনে করা হচ্ছে, আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত জোট টিকে যাবে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকও সে ইঙ্গিত দিয়েছে। কংগ্রেসেরও এই মুহূর্তে জোট ছাড়ার কারণ নেই। বাম-সমঝোতা তাদের 'সাইনবোর্ড' থেকে 'হোর্ডিং'য়ের ব্যাপ্তি দিয়েছে। দুর্যোগের আবহে মোটের উপর তাদের ফলাফল মন্দ নয়। এবং জোট টিকে গেলে তারাই হবে বড় শরিক। দাদা। সিপিএমের পক্ষে বিষয়টা খানিক অপমানের। কিন্তু উপায় নেই। এক সময় যে কারণে ছোট শরিকেরা বামফ্রন্ট ছাড়তে পারত না, সিপিএমের এখন সেই অবস্থা। অস্তিত্বরক্ষার জন্য তাদের অপেক্ষাকৃত সবল বৃক্ষের প্রয়োজন। যাকে জড়িয়ে ধরে শিখরের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। আপাতত কংগ্রেস ছাড়া পরাশ্রয়ী সিপিএমের সামনে আর কোনো বৃক্ষ নেই।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরেই কোনো কোনো সিপিএম নেতা কাঠগড়ায় তুলতে শুরু করেছেন কংগ্রেস এবং জোটপন্থী নেতাদের। ভাবটা এমন, যেন জোট না-হলে সিপিএম ২৯৪টি আসনই জিতে নিতে পারত এবং কংগ্রেসই যত নষ্টের গোড়া। এ-ও এক ধরনের মানসিকতা। জমিদারি প্রবণতা। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে এটা হয়।

আসলে সিপিএম এখন সত্যিই সর্বহারা। উল্টোদিকে বিজেপির প্রতি আগ্রহ কমার কোনো কারণ নেই। রাজ্যের মানুষ বিজেপিকে চাইছে। ভোটের হারে সেটা নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছেন।

এবার এটাও জেনে রাখুন—
বিরোধী মুখ হিসেবে
আপনাকেই চাইছে বাংলা।
দায়িত্ব কিন্তু কম কঠিন নয়।

— সুন্দর মৌলিক

দু’বছর পূর্তির প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে মানুষের প্রত্যাশার চাপ উপলব্ধি করছেন মোদী

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ থেকে ঠিক দু’ বছর আগে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার যখন ক্ষমতায় এল তখন দেশ চলছিল দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অবনমনের এক কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে। এই অধোগতির মূল কারণ ছিল

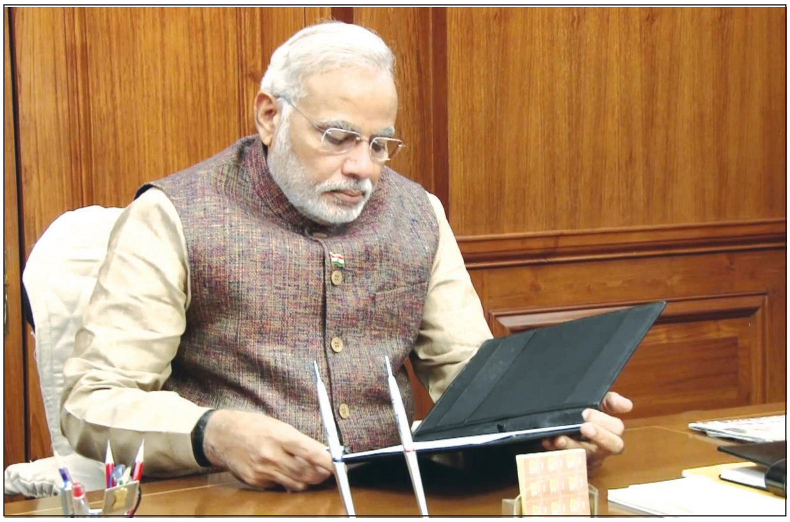

শাসকদল কংগ্রেসের যিনি কর্ণধার সেই সোনিয়া গান্ধীর মানসিক স্থৈর্যহীন পুত্রকে ভারতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার এক অন্যায্য ও তীব্র বাসনা। তিনি দেশ চালানোর কোনো সঠিক দিশা দেখাবার প্রয়োজন ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। ফলে দেশের সাংসদ ও মন্ত্রকগুলির মধ্যে জারিত হয়েছিল এক স্থবিরত্ব ও অনীহার ভাব। এই সুযোগে বহু মন্ত্রক ও আমলা বাহিনী দেশবাসীর টাকা নিয়ে বেপরোয়া ছিনিমিনি খেলা শুরু করে। ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে তাদের দুর্নীতির পাহাড়। এই কুশীলবদের বড় একটা অংশ এখন জেলে। এমন একটা কুৎসিত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতেই দেশবাসী মোদীর আবেদনে আস্থা রেখে তাঁকে দু’ হাত ভরে ভোট দেন।

কথায় আছে যাকে যত বেশি দেবে তার কাছ থেকে ফেরত চাইবেও তত বেশি। দু’ বছর পূর্তির প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে মানুষের প্রত্যাশার এই চাপ যদি সবচেয়ে বেশি কেউ উপলব্ধি করেন তিনি নরেন্দ্র মোদী। প্রতিশ্রুতি পূরণে দায়বদ্ধ তিনি প্রত্যহ পর্যালোচনা করেন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলির কাজের অগ্রগতি। তাঁর চিন্তাস্রোতে খেলে যায় বাকি তিনটি বছরে আর কী কী করলে দেশবাসী সর্বাপেক্ষা উপকৃত হবে। তাঁর এই আন্তরিকতায় যে-কোনো খাদ নেই তা দিল্লীর সচিবালয় ও মন্ত্রকগুলিতে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাল মেলাতে তাঁর থেকে বয়োকনিষ্ঠ বহু মন্ত্রীই হাঁফিয়ে উঠছেন। অনেকেই শুনেছেন প্রতিদিন কর্মযজ্ঞ শেষ করে তাঁর বিশ্রামের সময় সাকুল্যে তিন ঘণ্টার বেশি নয়। এটি আক্ষরিক অর্থেই অমানুষিক পরিশ্রম।

মোদী কাজে ঢিলেমি যে আদৌ বরদাস্ত করেন না তাঁর একটি নিদর্শন সদ্যই খবরের শিরোনামে এসেছে। তপশিলি জাতি/উপজাতিদের ওপর অন্যায় সংঘটিত হওয়া রুখতে একটি অধ্যাদেশ গত জানুয়ারির ১ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া সত্ত্বেও সেটি গেজেট হয় ২৬ তারিখে। প্রধানমন্ত্রী প্রবল অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছেন, ভবিষ্যতে কোনো আইন বা অধ্যাদেশ জারি হওয়ার খবর থাকলেই পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলি যেন আগে থেকেই এগিয়ে রাখা হয় যাতে সই হয়ে গেলেই ন্যূনতম সময়ের মধ্যে মানুষ তার সুফল পেতে পারে। সেই কর্মনাশা আমলাকুল যে এবার সমঝে যাবে এমনটা অবশ্যই আশা করা যায়। দিল্লীওয়ালারা বলছেন ২৬ দিনের মধ্যে কোনো অধ্যাদেশের কাজে রূপায়ণকেই এক কথায় সুপারফাস্ট বলা যায়। এই দু’ বছরে প্রধানমন্ত্রী সর্বদা মগ্ন থেকেছেন নতুন পন্থা, প্রকল্প উদ্ভাবনে। ইতিমধ্যেই স্বচ্ছ ভারত, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, স্মার্ট সিটি, গ্রামীণ উজালা প্রকল্প, জনধন যোজনা, স্কিল ইন্ডিয়া থেকে স্টার্ট আপ ইত্যাদি সঠিক জনমুখী প্রকল্প সরকার চালু করে দিয়েছে। তাঁর ভারতের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকামী এই প্রকল্পগুলির সংখ্যা ৩০ যা প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর বিশ দফা কর্মসূচিকে ছাড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আধার কার্ডের প্রায় পূর্ণ রূপায়ণে সক্ষম হয়ে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস দপ্তর কেবলমাত্র গ্যাসের প্রকৃত উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভরতুকি জমা দিয়ে দেশের ১৪ হাজার কোটি টাকার অপচয় বাঁচিয়েছে। উজ্জীবিত এই দপ্তর ৮ হাজার কোটি টাকার ‘গ্রামীণ উজালা প্রকল্প’ হাতে নিয়ে ৫ কোটি বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারকে স্বচ্ছ জ্বালানি সরবরাহ করার কাজে এগিয়ে চলেছে। মোদীর ব্যক্তিগত ক্যারিশমায় আস্থা রেখে ‘Give it up (subsidy)’ নাগরিকদের ভরতুকি ফেরতের ফলে ১০ হাজার কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে এসেছে। এগুলি অভাবনীয় নয় কি?

এদিকে নিন্দুকের কাজ নিন্দুক করে

যাচ্ছে। তাঁর ঘনঘন বিদেশ ভ্রমণকে বিদ্রূপ করে বিরোধীরা বলছেন, তিনি এনআরআই প্রধানমন্ত্রী। এইসব নিকম্মাদের অবগতির জন্য সরকারি তথ্য বলছে— তাঁর এই বিদেশ ভ্রমণের ফলশ্রুতিতে দেশে এফডিআই এসেছে রেকর্ড পরিমাণ কুড়ি বিলিয়ন ডলার। ১ বিলিয়ন ডলার মানে মোটামুটি আন্তর্জাতিক দরে ১২০০ কোটি টাকা। এগুলি বিদ্রূপের বিষয় নয়। কিন্তু যে রাহুল গান্ধী নিজেই ঠিক করতে পারেন না কতদিন তাঁর দাড়ি রাখবেন আর হঠাৎ কেনই বা কেটে ফেলবেন, তাঁর পক্ষে বাস্তবিক এ সমস্ত পররাষ্ট্র নীতির কৌশল অনুধাবন করা একটু কঠিন বটে। তবে মোদীকে উইনস্টন চার্চিলের সেই আপ্ত বাক্যটি স্মরণে রাখতে হবে— 'তোমার গতিপথে যারাই চিৎকার করবে তাদের সবাইকেই তুমি ঢিল মারতে গেলে কোনোদিনই গন্তব্যে পৌঁছবে না।' কেননা সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষয়িষ্ণু দেশবিরোধী শক্তি এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাদের পোষ্যদের মাধ্যমে নখ-দাঁত বের করছে। তিনি কান দিচ্ছেনও না। তাঁর এক মন্ত্রী যাকে একটি পত্রিকা ইংরেজিতে বিখ্যাত Rhodes Scholar-এর জায়গায় Road Scholar বলে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে, সেই নীতীন গড়কড়ি প্রথম দু' বছরেই ৩ লক্ষ কোটি টাকার সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে ছাড়পত্র দিয়েছে। এতে বিগত সরকারের দৈনিক শম্বুকগতির ২ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির গড় সপ্তাহের হিসেব অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ৩০ কিলোমিটার না হলেও দৈনিক ২১ কিলোমিটার ছাড়িয়ে গেছে। উন্নতি হচ্ছে পরিকাঠামোয়। প্রসঙ্গত, ২৮০টি স্থগিত প্রকল্পের ৯০ শতাংশই ছাড়পত্র পেয়ে রূপায়িত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত বিদ্যুৎ কয়লা ও শক্তি মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল দেশে শক্তি উৎপাদনের ঘাটতি ৪.২ শতাংশ থেকে দু'বছরেই ২.১ শতাংশে নামিয়েছেন। কয়লার আমদানি কমিয়ে কোষাগারে এনেছেন ২৪ হাজার কোটি টাকা। দেশবাসী এমন সব অঙ্কের টাকার কেলেঙ্কারি শোনায় কান রপ্ত করে ফেলেছিল, তাই তাদের বোধগম্য হচ্ছে কিনা বলা শক্ত। তাঁর দপ্তর ২০২০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ বাড়াবার পরিকল্পনা নিয়েছে। গোয়েলের দপ্তরেও কাজ বিদ্যুৎ গতিতেই এগোচ্ছে বলে খবর। তাকে ইংরেজির workcholic তর্জমা করে 'কর্মাসক্ত' তকমা দেওয়া হয়েছে।

রেল হাতে থাকা ড. সুরেশ প্রভুও এই বছরে পরিকাঠামো উন্নয়নে ৯৪ হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিগত বছরের খরচকে দ্বিগুণভাবে ছাড়িয়ে গেছেন। এই সব প্রকল্পের সুপ্রভাব দেশবাসী আগামী দিনে পেতে চলেছে। দেশ যে উন্নয়নের রেলগাড়িতে সওয়ার তার গতি দ্রুততর হচ্ছে। কিন্তু জমি বিল ও সারা দেশের পক্ষে একান্ত জরুরি জিএসটি (গুড্‌স অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স) বিল নিছক হতাশাগ্রস্ত কংগ্রেসীদের ঈর্ষাকাতরতায় আটকে আছে। সদ্য সমাপ্ত অসম ও অন্যান্য রাজ্যে বিজেপি-র অগ্রগতিতে আতঙ্কগ্রস্ত কংগ্রেস বাদল অধিবেশনে তাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী সংসদ অচল করার নীতি না ছাড়লে অচিরে আরও একঘরে হয়ে পড়বে এমনটা বলা যায়। জিএসটি লাগু হলে মোদীর সাফল্য ভিন্ন মাত্রা পাবে।

অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরে যে বিপুল কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানের 'পরিবেশ স্বচ্ছতা' ও 'নাগরিক নিরাপত্তা' তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিদেশিদের পছন্দের তালিকায় ভারতের স্থান ১৩ ধাপ উঠে ৫২-য় পৌঁছেছে। মোদীর বিদেশ সফরে বিভিন্ন দেশের প্রধানদের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপের ফলেই দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এমনটা জানাচ্ছেন মন্ত্রী মহেশ শর্মার পর্যটন দপ্তর।

আর একটা অন্তহীন সমস্যা বেকারত্ব। বিশ্বের তাবৎ অর্থনীতিবিদই স্বীকার করবেন ১৩৫ কোটির দেশে ১০০ কোটি লোককে চাকরি দেওয়া এক অলীক স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু মানুষের জীবন জীবিকা নিশ্চিত করতে সরকার চালু করেছে মুদ্রা ব্যাঙ্ক। ইতিমধ্যে ১ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরিত হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে এই পরিমাণ ১.৮০ লক্ষ কোটি টাকা স্পর্শ করবে। এই ঋণের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে তাতে কাজ পাবেন ৫ কোটি মানুষ। নরেন্দ্র মোদীর গত দু'বছর দেশকে সঙ্গে নিয়ে সমৃদ্ধির পথে অভিযাত্রা বর্ণময়। পরিশেষে বলা দরকার, দেশবাসীর মধ্যে, আমলা মহলের মধ্যে দৃষ্টিকোণের যে বদল ঘটেছে তা লক্ষণীয়। কেননা যে দুর্নীতির প্যাচপ্যাচে কাদার ওপর দিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন তাতে পথ চলাই ছিল দুষ্কর। তিনি সেই পাঁক অপসারণে বদ্ধপরিকর। তাঁর ২ বছরের কালপর্ব সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত। রক্তলোলুপ হিংস্রতায় বিরোধীরা তা খুঁজে বেড়াচ্ছে, তিলমাত্র আভাস পেলে হায়নার ধূর্ততায় ছিঁড়ে ফেলবে। না, অবিশ্বাস্য হলেও চলতি দু'বছরেই রয়েছে, আগামীতেও দুর্নীতি-মুক্ততার পর্যাপ্ত আভাস।

দেশের অর্থনীতির রাশ তাঁর নিজের এবং মজবুত সহকর্মী জেটলির হাতে। মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। বিশ্ববাজারে টাকার দরে এসেছে স্থিরতা। চলতি খাতে ও রাজস্ব খাতে যে ন্যূনতম ঘাটতি ধরা হয়েছিল সরকার সেই লক্ষ্যমাত্রা ধরে রেখেছে। কৃষিক্ষেত্রে সর্বকালীন বৃহৎ অঙ্কের টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে যাতে খরার হাত থেকে কৃষক বাঁচতে পারে। সেচের ক্ষেত্রেও সর্বকালীন বর্ধিত বরাদ্দ —তা অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রেখেই, কোষাগার দেউলিয়া করে নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতিতে ঘটেছে নজরে পড়ার মতো পরিবর্তন। চীনের সঙ্গে সম্পর্কের শীতলতা কাটছে। হিমালয়ের শিখর ছুঁয়ে সাগর স্পর্শ করে এক সুপবন আজ ভারতমুখী। নির্বাচনী ফলের ক্ষেত্রেও মানুষ তার আস্থা, ভালবাসা উজাড় করে দিচ্ছেন, কারণ তাঁরা এই সমীরণ-স্পর্শ অনুভব করছেন। মনে পড়ছে সেই মানুষটিকে যিনি ভারতীয় জনতা পার্টিকে প্রথম শক্ত মাটিতে দাঁড় করিয়েছিলেন সেই অটলবিহারীর প্রজ্ঞা ও আত্মবিশ্বাস— 'সূরজ নিকলেগা, অন্ধেরা হটেগী, কমল খিলেগা।' এই সুসময়ে তিনি স্মৃতি বিস্মৃতির প্রান্তসীমায়। ■

মোদীর আমলে কর্মসংস্থান বিভিন্ন শিল্পে এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নতুন চাকরি

সন্দীপ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গে দিদি যেখানে তেলেভাজার দোকান দিয়ে বেকারদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন, কেন্দ্রে মোদী সরকারের সেখানে ভিন্ন সুর। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে এ বছর কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ, তথ্যপ্রযুক্তি এবং উৎপাদন শিল্পে চাকরির সংখ্যা প্রায় সাড়ে চোদ্দ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। খুচরো বাজার, ই-কমার্স, ওযুধ, টেলিকম ও অলঙ্কার নির্মাণ শিল্পে এই বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কুড়ি শতাংশ।

অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতা হলো কর্মসংস্থান। আমাদের দেশের সংবিধানেও কর্মের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং কেন্দ্রে বা রাজ্যে যে দলই ক্ষমতাসীন থাকুক, উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থান করা তাদের প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বাস্তবে আমরা এর উলটোটাই দেখি। পশ্চিমবঙ্গের কথা ছেড়েই দিলাম। এখানে তো চার দশক ধরে কালাপাহাড়ের শাসন চলছে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার আগের কয়েক বছরে সারা দেশের চাকরির বাজারের ছবিটিও খুব একটা আশাব্যঞ্জক ছিল না।

সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১০-১১ অর্থবর্ষে তৎকালীন ইউপিএ সরকারের আমলে সারা দেশে মোট ১১ লক্ষ নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর থেকে সংখ্যাটি ভীতিপ্রদভাবে হ্রাস পেতে থাকে। ২০১১ সালে ৯ লক্ষ, ২০১২ সালে ৮ লক্ষ, ২০১৩ সালে সাড়ে ৪ লক্ষ আর ২০১৪ সালে নতুন চাকরির সংখ্যা ৩ লক্ষে নেমে আসে।

এই বিপর্যয়ের জন্য শিল্পমহল মূলত চাকরিক্ষেত্রে কর্মীনিয়োগ ও বিদায়নীতিতে নমনীয়তার অভাব, সুদের উচ্চ হার, অনাদায়ী ঋণের ভারে জর্জরিত ব্যাঙ্কগুলির অসহায়তা, আন্তর্জাতিক মন্দা, পরপর দু'বছর দেশে খরা ইত্যাদিকেই দায়ী করেছে। কিন্তু দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করেন এর সঙ্গে কলকারখানায় নির্বিচারে মানবশ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রমানব নিয়োগ এবং ইউপিএ সরকারের নীতিপঙ্গুত্বও সমানভাবে দায়ী।

সাধারণ মানুষের একটা ধারণা আছে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। কথাটা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ ২০০৪-১৪ ইউপিএ সরকারের দশ বছরের শাসনে মুদ্রাস্ফীতির বহর। একটা সময় ছিল যখন ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের ফিক্সড ডিপোজিট থেকে বছরে ৩-৪ শতাংশের বেশি ফেরত আশা করা যেত না। পুরো লাভটাই খেয়ে নিত মুদ্রাস্ফীতি। আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী মাত্র দু'বছরে সেই মুদ্রাস্ফীতি শুধু কমাননি, নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে রাখতেও সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু চাকরি সৃষ্টিতে ইউপিএ সরকারের ঐতিহাসিক অপদার্থতা সম্পূর্ণ এড়াতে পারেননি। তবে হাল ছাড়ার পাত্র যে তিনি নন একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। শ্রমমন্ত্রকের সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে গত বছর বস্ত্র, চর্ম, ধাতু, অটোমোবাইল, অলঙ্কার নির্মাণ, পরিবহণ, তথ্যপ্রযুক্তি, হ্যান্ডলুম ইত্যাদি ক্ষেত্রে মোট ৪৩ হাজার মানুষ চাকরি খুইয়েছেন। যদিও গত বছরেরই শেষের দিকে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে মোট এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নতুন চাকরি তৈরিও হয়েছে। যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন তাঁদের সমব্যথী হয়েও বলা যায় নতুন সরকারের এই উদ্যোগ যথেষ্টই প্রশংসনীয়।

সারা পৃথিবীতে এখন অর্থনৈতিক মন্দার চোরাটান। এর সঙ্গে আছে ক্রমবর্ধমান শরণার্থী সমস্যা। জনসংখ্যার চাপে প্রায় নুয়ে পড়া আমাদের দেশ যে কোনোভাবেই এই দুটি সমস্যা থেকে মুক্ত নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। শিল্পক্ষেত্রে পাল্লা দিয়ে চলছে খরচ কমানো। ২০১৪ সালে চেন্নাইয়ে নোকিয়ার হ্যান্ডসেট তৈরির কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে ৮ হাজার মানুষ বেকার। নোকিয়ার মালিক মাইক্রোসফটের বক্তব্য, ভারতের তুলনায় চীনে হ্যান্ডসেট তৈরির খরচ কম। সুতরাং তাঁরা চীনে কারখানা করেছেন। কমিউনিস্টদের আঁতে ঘা লাগতে পারে কিন্তু সত্যি কথাটা হলো চীনে একজন শ্রমিক সারাদিন কাজ করে যে মজুরি পান তাতে মানুষ তো দূর কুকুর-বিড়ালও জীবনধারণ করতে পারে না। চীনে তো সস্তা হবেই! ব্যবসা বন্ধ বা গুটিয়ে নেওয়ার উদাহরণ আরও কয়েকটি আছে। লারসন অ্যান্ড টুব্রো-র অবস্থা বেশ কয়েকবছর ধরে খারাপ। সম্প্রতি সংস্থার চেয়ারম্যান এ.এস. নায়েক জানিয়েছেন, তাঁরা একটি হাজার কোটি টাকার প্ল্যান্ট বিক্রি করে দিতে চান। এসার গ্রুপও এ দেশে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছে। সব মিলিয়ে প্রায় তিনশো সংস্থা কোনো-না-কোনো ভাবে ব্যবসা সংকোচনের কথা ভাবছে।

একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির বিচারে এই প্রবণতা যে মারাত্মক হতে পারে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এই প্রবণতা অনেকাংশেই ইউপিএ সরকারের নীতিপঙ্গুত্বের পরিণাম বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন। বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদী সরকার বেকারদের কর্মসংস্থানে বদ্ধপরিকর। এই সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচ লক্ষ নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন প্রতি বছর যে দেশের গড় আর্থিক বৃদ্ধি সাড়ে সাত শতাংশ সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি না হওয়াটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আরও জানিয়েছেন তাঁর সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে যাতে দেশে কেউ বেকার না থাকে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিও প্রধানমন্ত্রীর কথার সূত্র ধরে কর্মসংস্থানের বেশ কিছু পথনির্দেশ দিয়েছেন। এই বাজেট যেমন গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুষ্ট করে কর্মসংস্থানের কথা বলেছে তেমনই জোর দিয়েছে রাস্তাঘাট নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার ওপর। এর ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ যে লাভবান হবে তাতে সন্দেহ নেই। সৃষ্টি হবে নতুন চাকরিরও। বলা হচ্ছে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে জোর দেওয়ার ফলে সরকারি এবং বেসরকারি দু'রকমের বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত হবে। গ্রাম ও ছোট শহরের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প যথেষ্ট কার্যকরী হবে বলেও তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

এবার আসা যাক বড়ো শহরে। বড়ো শহর বলতে প্রথমেই মনে আসে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের কথা। ইউরোপে মন্দা শুরু হবার পর থেকে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, কর্তৃপক্ষের নির্বিচারে খরচ কমানোর নীতি ইত্যাদি কারণে অন্য সব ক্ষেত্রের মতো তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও চাকরির নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। গ্রাহকদের আকাশচুম্বী প্রত্যাশাও যথেষ্ট চাপে ফেলছে কর্মীদের। গ্রাহকের প্রত্যাশার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারায় অনেকেই চাকরি হারাচ্ছেন। আরও বেশি প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হচ্ছে। ফলত দড়ি টানাটানির খেলা কখনওই থামছে না।

প্রযুক্তিভিত্তিক চাকরিতে নিরাপত্তার অভাব দুঃখজনক হলেও নতুন ঘটনা নয়। যে প্রযুক্তি আজ সময়োপযোগী, কাল তাই পুরনো। সুতরাং প্রযুক্তিবিদও তখন বাতিল। একে ভবিতব্য বলে মেনে নেওয়াই শ্রেয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার তথ্যপ্রযুক্তির জন্য কী ভাবছে আমরা বরং সেটাই দেখি। ন্যাসকম থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালের মধ্যে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৮ লক্ষ চাকরি তৈরি হবে। সুতরাং নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তিপ্রেমী। তাঁর প্রেম যে নিছক মুখের প্রেম নয় তার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি বিদেশ সফরে আউটসোর্সিং-এর সর্ববৃহৎ বাজার হিসেবে তিনি ভারতকে পশ্চিমি দুনিয়ার কাছে তুলে ধরেছেন। জোর দিয়েছেন ভারতের যুবশক্তির ওপর। ভারতের ৬৫ শতাংশ নাগরিকের গড় বয়স ৩৫-এর নীচে। এই সুবিধা অন্য কোনো দেশের নেই। এর ফলে সঠিক কর্মসংস্থান করতে পারলে ভারত যে আগামী কয়েক দশকে সারা বিশ্বের অগ্রগণ্য দেশগুলির অন্যতম হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই।

বিশ্বের মধ্যে ভারত এমন একটি দেশ যার সম্বন্ধে আশাবাদী হওয়াই যায়। ভৌগোলিক বিশালত্ব, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা— এই তিনটি কারণে ভারত আগামীদিনে সবাইকে পিছনে ফেলে দিতে পারে। তবে বৃহত্তম গণতন্ত্রের কাছ থেকে পাওয়া এই সুবিধাগুলি কাজে লাগাতে গেলে আরও বেশি সংখ্যায় দক্ষকর্মী প্রয়োজন।

সম্প্রতি টাটা গোষ্ঠীর মানবসম্পদ আধিকারিক এন এস রাজন বলেছেন, 'বিশ্বের মধ্যে ভারত এমন একটি দেশ যার সম্বন্ধে আশাবাদী হওয়াই যায়।' তাঁর মতে ভৌগোলিক বিশালত্ব, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা— এই তিনটি কারণে ভারত আগামীদিনে সবাইকে পিছনে ফেলে দিতে পারে। তবে বৃহত্তম গণতন্ত্রের কাছ থেকে পাওয়া এই সুবিধাগুলি কাজে লাগাতে গেলে আরও বেশি সংখ্যায় দক্ষকর্মী প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সঠিক কর্মসংস্থানও।

আজকাল কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সব থেকে এগিয়ে পরিষেবা ক্ষেত্র। এটি যুবসমাজের পছন্দের ক্ষেত্রও বটে। অনেকে মনে করেন পরিষেবা ক্ষেত্রের গ্ল্যামারের মোহে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। এই ক্ষেত্র পুরোপুরি প্রযুক্তিনির্ভর। আকৃষ্ট হওয়ার এটাও একটা বড়ো কারণ। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসুরক্ষা, ই-কমার্স, হসপিটালিটি ইত্যাদি পরিষেবা ক্ষেত্রের তাই দারুণ চাহিদা। সুযোগও প্রচুর।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন সংশোধন করায় বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের ব্যবসা শুরু করেছে। আরও অনেকে অদূর ভবিষ্যতে আসবেন। বলা হচ্ছে পরিষেবা ক্ষেত্রের বাড়বাড়ন্তের ফলে এ দেশে একটি সমান্তরাল অর্থনীতির সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে সেই অর্থনীতি যদি আমাদের দেশের প্রথাগত অর্থনীতিকে ছাপিয়ে যায় তাহলেও অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই বলে অনেকে মনে করেন।

দীর্ঘকাল আমাদের দেশ নযযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। ২০১৪ সালে যে-ঝড় উঠেছিল তারই ধাক্কায় অচলায়তনে নাড়া লেগেছে এটা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের বিষয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ দেশের স্থবির রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে গতি আনার জন্য। যে গতি আমাদের জাতীয় কর্মসংস্থানের চিত্রটি তো বটেই, সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় মানসিকতার মানচিত্রটিও বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ■

পথ-দুর্ঘটনা রুখে এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাবেই বাজিমাত সড়ক ও জাহাজ মন্ত্রকের

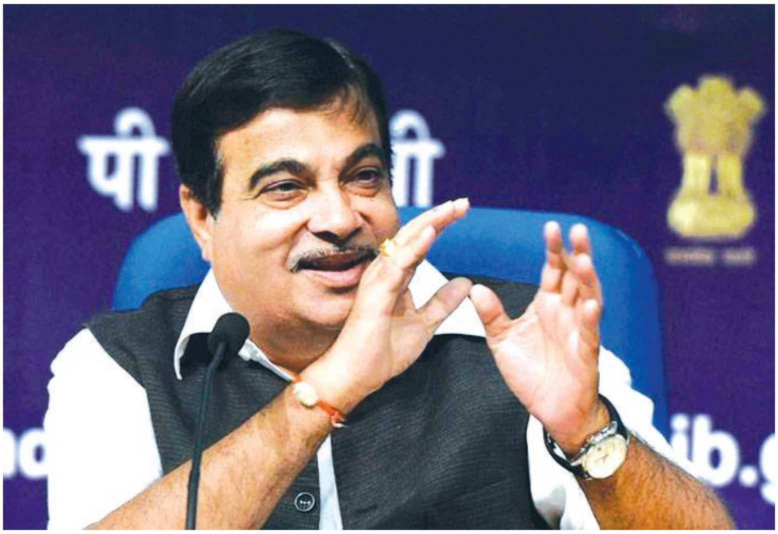

নীতিন গড়করি

অভিমন্যু গুহ॥ গত দু'বছরে মোদী সরকারের সাফল্যের অন্যতম ভাগীদার নীতিন গড়করির নেতৃত্বাধীন সড়ক ও জাহাজ মন্ত্রক। মন্ত্রক-সূত্রে প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে বিগত দু'বছরের মধ্যেই ৭৩টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। ১ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পগুলির আওতায় ৮ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা তৈরির কাজ হয়েছে। এখন ১৫টি প্রকল্পের অন্তর্গত ২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। এছাড়াও আরও ৩৯টি প্রকল্প চূড়ান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি প্রকল্পের বরাতও দেওয়া হয়ে গিয়েছে। বাকি ন'টির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় অতি দ্রুত তা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সেগুলির ক্ষেত্রেও টেন্ডার ডাকা ইত্যাদির কাজ শেষ। আশা করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই এগুলির কাজও পুরোদমে চালু হয়ে যাবে। কিন্তু তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন স্রেফ পরিসংখ্যানের বিচারে কেন্দ্রীয় সড়ক-পরিবহণ মন্ত্রকের সাফল্য বিচার করা যাবে না। ইতিপূর্বে সড়ক ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল ক্রমবর্ধমান দুর্ঘটনা এবং রাস্তা-নেটওয়ার্ক উন্নতিতে ঘাটতি।

এখানেই লুকিয়ে রয়েছে মোদী সরকারের প্রকৃত সাফল্যের খতিয়ান। পথ-দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় চিকিৎসা দেওয়ার অভিনব ভাবনা তাদেরই মস্তিষ্ক-প্রসূত। জাতীয় সড়কের ৭২৬টি অতি দুর্ঘটনা-প্রবণ কালো স্থানকে চিহ্নিত করে ট্রাফিক পরিষেবার খোলনলচে বদলে দেওয়া হয়েছে। গাড়ির ত্রুটি থাকলে 'রিকল অব্ ভেহিকল'-এর মাধ্যমে তা তুলে নেওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। ফলে দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত গাড়ি দোষমুক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হলো প্রথমবারের জন্য। পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়াতে জোর দেওয়া হয়েছে নাগরিক সচেতনতার ওপরেও। অস্ট্রেলিয়ান ট্রেড কমিশনকে যুক্ত করে ইন্ডিয়া গেট থেকে বদরপুর পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার রাস্তা 'নিরাপদ সড়ক' হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

একইসঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেও সড়ক যোগাযোগকে হাতিয়ার করা হয়েছে। বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের মধ্যে অবাধে মানুষ ও পণ্য যাতায়াতের জন্য সীমান্ত পেরিয়ে সড়ক যোগাযোগের ছাড়পত্র মিলেছে। একই চুক্তি ভারত করেছে মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের সঙ্গেও। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের এই সদ্ভাব চীন ও পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভালোমতো ব্যাকফুটে ঠেলে দিতে পেরেছে বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এরইমধ্যে ভুবনেশ্বর থেকে উত্তর-পূর্ব ভুটান এবং বাংলাদেশ

থেকে কলকাতার মধ্যে ৪২০০ কিলোমিটার সৌহার্দ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটি প্রকল্প—একটি জিকা (জে আই সি এ)-র মাধ্যমে ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে ১০৯০ কিলোমিটার এবং অপরটি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য এভিবি প্রকল্পের অন্তর্গত ৩ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির জন্য দেড় লক্ষ কোটি টাকার বাজেট নেওয়া হয়েছে।

সড়ক উন্নয়নের আরও উল্লেখযোগ্য খতিয়ানের মধ্যে রয়েছে— ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৭০০টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের বরাত দান। ৫০ হাজার ৮০০ কোটি টাকার সেতুভারতম্ প্রকল্পে দেশজুড়ে উড়ালপুল, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ। ভারতমালা প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণের পরিকল্পনা। রাজধানী দিল্লীর চাপ ও যানজট কমাতে রাজধানীর পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন সড়ক নির্মাণ ও আট-লেন বিশিষ্ট দিল্লী-পানিপথ সড়ক তৈরির প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর জন্য খরচ হতে পারে ১৫ হাজার কোটি টাকা। দ্রুতগামী দিল্লী-মীরাট এক্সপ্রেসওয়ের পরিকল্পনা (হাপুর পর্যন্ত চৌদ্দটি, তারপর ছয় লেন বিশিষ্ট) দিল্লী সড়কের চাপ মুক্ত করতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাকি ভারতের যোগাযোগের খামতির জন্য যে-বিচ্ছিন্নতাবাদ সেখানে মাথা চাড়া দিয়েছে তা নির্মূল করতে উত্তর-পূর্বে ১ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। প্রকল্পগুলির দ্রুত রূপায়ণের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন এইচ আই ডি সি এল)। সেখানকার ‘স্পেশাল অ্যাকলিরেটেড রোড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম’-এর জন্য খরচ হবে ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি। চীনকে ঠেকাতে অরুণাচল প্রদেশে বিনিয়োগ হচ্ছে ১০ হাজার কোটি টাকা।

অন্যদিকে নৌ-যোগাযোগ বৃদ্ধিতেও গত দু’বছরে মোদী সরকারের কাজকর্ম বিশেষ প্রশংসিত। ১০৪টি বড়ো বন্দরের উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩০টির কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত। ফলে আর্থিক ভাবেও লাভবান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বন্দরগুলি। এ বছরে এখনও পর্যন্ত ২৮ শতাংশ বেশি লাভ করেছে বড় বন্দরগুলি। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে বড় বন্দরগুলিতে পণ্য রপ্তানির পরিমাণ চার শতাংশ বাড়বে বলে আশা। যদিও ছোটো বন্দরগুলিতে তা এক শতাংশ কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেন্দ্রের সবচেয়ে বড়ো কর্মসূচি ‘সাগরমালা’-র আওতায় এই ধরনের আরো দেড়শোরও বেশি প্রকল্পকে নিয়ে আসা হয়েছে।

প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার ৭০টি প্রকল্প চিহ্নিত হয়েছে বর্তমান বন্দরগুলির জন্য। এছাড়াও বাদাবন, এলায়াম, সাগর সহ ছ’টি নতুন বৃহৎ-বন্দরের প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।

জলমার্গ বিকাশ প্রকল্পে বারাণসী, সাহেবগঞ্জ, হলদিয়া, গাজিপুর, কল্যাণীতে বহুসুবিধা যুক্ত জাহাজ-জেটি স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। ৩৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ফারাক্কায় ‘নেভিগেশন লক’ গড়ে তোলা হচ্ছে। ২০টি ভাসমান নৌকো এবং ৩টি ‘রোল অন রোল অফ’ জাহাজ বা ফেরিঘাট নির্মাণেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফারাক্কা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত ‘রিভার ইনফরমেশন সার্ভিস’ সক্রিয় হচ্ছে। সব মিলিয়ে জল-যোগাযোগ বাড়ানোর পেছনে কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা কর্মসূচিরও ভূমিকা রয়েছে বলে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

সড়ক ও জাহাজ মন্ত্রকের সাফল্য একনজরে

* সড়ক নির্মাণের মোট ১২৭টি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে যার মধ্যে কয়েকটির কাজ শেষ। কয়েকটির কাজ চলছে।
* পথ-দুর্ঘটনা রোধে উদ্যোগ।
* চীন-পাকিস্তানকে রুখতে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সড়ক-যোগাযোগ বৃদ্ধি।
* সাগরমালা ও জলমার্গ বিকাশ প্রকল্পে পাখির চোখ জাহাজ- মন্ত্রকের।
* সেতুভারতম্ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশজুড়ে সেতু, উড়ালপুল ইত্যাদি নির্মাণের উদ্যোগ।
* আরও ৭০০টি জাতীয় সড়ক নির্মাণের কর্মসূচি।

With
Best
Compliments
From --

VAIBHAV HEAVY VEHICLES LTD.

তথ্য সম্প্রচার দপ্তর প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে

ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী গজেন্দ্র চৌহান যখন এফ টি আই আই (ফিল্ম ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া)-এর প্রধান হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন তখনই মনে হয়েছিল ভারতবাসীর ওপর নাকি আকাশ ভেঙে পড়ার মতো বিপদ ঘনায়মান। আসলে স্বার্থান্ধ বামপন্থী ও তাদের প্রভু হতমান কংগ্রেস দলের কিছু চিরস্থায়ী সুবিধাভোগী লোকজনই এই রবটি নিজ অভিসন্ধি নিয়েই তুলেছিল। সকলেই জানেন এন এফ ডি সি, এফ টি আই আই, সি বি এফ সি ইত্যাকার আরও বহু সংস্থাই সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগের আওতায় পড়ে। স্বাভাবিকভাবে এখানকার সর্বোচ্চ পদে নিযুক্তি থেকে নীতিগত, কাঠামোগত কোনো পরিবর্তনের যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে নির্বাচিত সরকারই সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু আমাদের দেশে যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সংস্কৃতি, বিজ্ঞানচর্চা, গবেষণা এ টু জেড সমস্ত জায়গায় পারিবারিক শাসনপ্রণালীর প্রবর্তক কংগ্রেসী ও তার দোসর বামদলগুলির মার্কামারা স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদেরই একচ্ছত্র অধিকার ও লম্ফঝম্প। নতুন সরকার এলে যে পেটোয়া লোকজনকে চলে যেতে হতে পারে এটা তাঁরা কিছুতেই হজম করতে পারছিলেন না। যাইহোক, ধীরে হলেও এই দূষিত পচনযন্ত্র ধীরে ধীরে কাজ করছে। সেই কারণে সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির প্রাক লগ্নে এই সবিশেষ নির্দিষ্ট ঘরানার বুদ্ধিজীবী অধ্যুষিত তথ্য সম্প্রচার দপ্তর কীভাবে প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তাঁর নিজের প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

অরুণ জেটলি *রাজ্যবর্ধন রাঠোর*

(১) বিশাল কৃষি প্রধান দেশ ভারতে চাষ-আবাদ ও সে সংক্রান্ত খবরাখবর, তথ্য ও নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ যাতে কৃষক নিজের কানে সরাসরি শুনতে পায় ও সেই মতো তার পরিকল্পনা করতে পারে সেই বিশেষ উদ্দেশ্যে এই সরকার প্রথম চালু করেছে 'কিষান চ্যানেল'। ২৬.৫.২০১৫ তারিখে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এটি চালু করেন। চ্যানেলটিতে গোপালন, মধু-সংগ্রাহক, হাঁস-মুরগি পালন থেকে আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির মেকানিক ও মিস্ত্রিদেরও দরকারি তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। খবর ছাড়া রয়েছে বিনোদনের ব্যবস্থাও। এই সুষ্ঠু সম্প্রচারের ফলে খুব দ্রুতই এটি জনপ্রিয় হয়ে ইতিমধ্যেই ১ কোটি ১৫ লক্ষ দর্শক সংখ্যা ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে চেন্নাই বন্যার সময় অভূতপূর্ব তথ্য ও সাবধানবাণী দিয়ে সাহায্য করার কথা স্মর্তব্য।

(২) সকলেই ২ জি, ৩ জি অকশানের কথা প্রচার মাধ্যমের ও কেলেঙ্কারির দৌলতে বারবার শুনেছেন, কিন্তু নতুন জমানায় বেতার সম্প্রচারকে আরও আধুনিক ও গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দিতে এবং জনপ্রিয় করতে ইতিমধ্যেই দেশের ৬৯টি শহরে ছড়িয়ে থাকা ১৩৫টি চ্যানেলকে Phase-II থেকে উন্নত Phase-III পরিষেবার আওতায় আনতে সরকার নিলামের মাধ্যমে ১১৫৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। অন্যদিকে, ৫৪টি শহরে একেবারে সর্বাধুনিক এফএম পরিষেবার ব্যবস্থা করে ৯১ টি চ্যানেলকে অনুমতি দিয়ে নিলামে ১০৫৫ কোটি টাকা কোষাগারে ভরেছে। আবার II থেকে III স্তরে যাবার আদায় হিসেবে ১২০৭ কোটি টাকা কোষাগারে জমা পড়েছে। এগুলি অন্য কোনো সরকারের সময় ভাবা যায়নি। উত্তরপূর্ব ভারত ও জম্মু- কাশ্মীরে অবস্থিত এফএম চ্যানেলগুলিকে সরকার প্রসার বাড়াতে প্রচুর ছাড় দিয়ে তাদের দায়বদ্ধতা দেখাতে কিন্তু কসুর করছে না। এখানে প্রাইভেট এফএম চ্যানেলকে সংবাদ সম্প্রচারেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

(৩) এনএফডিসি (ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) দেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্র ও সে সংক্রান্ত অতীতের

নানান যন্ত্রপাতি ও তথ্যগুলিকে সংরক্ষণ করার বড় পরিকল্পনা নিয়েছে যা ২০১৪-১৫ থেকে ২০২০-২১ অবধি বিস্তৃত। ১ লক্ষ ৩২ হাজার ফিল্ম রিল (সেলুলয়েড) চিহ্নিত হয়েছে। ১২০০ পূর্ণ দৈর্ঘ্যের গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র ও ১৬৬০টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটি এক মহতী প্রয়াস।

(৪) যা কখনও ভাবা যায়নি বিদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতারা যাতে এই বৈচিত্র্যময় ভারতকে তাদের ছবিতে তুলে ধরতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ফিল্ম ফেসিলিটেশান অফিস তৈরি হয়েছে। এরা চটজলদি বিদেশি নির্মাতাদের শুটিং-এর জায়গা, লোক-লস্কর ও আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থা করবেন যাতে এরা ভারতে বেশি বেশি শুটিং করেন। প্রচার হয় Incredible India-র, তার সঙ্গে হয় বিদেশি মুদ্রার আগমন।

(৫) এ তাবৎ প্রচলিত ফিল্ম সেনসর নীতিতে যুগোপযোগী পরিবর্তন ঘটাতে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার শ্যাম বেনেগলের নেতৃত্বে একটি কমিটি নতুন বিচার পদ্ধতি, সিনেমাটোগ্রাফট আইনের সঠিক প্রয়োগ, সেই সঙ্গে চলচ্চিত্র সেনসর বিচারকমণ্ডলীর কার্যপ্রণালীতে ও সেনসর পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় যোগ-বিয়োগ ঘটাতে ইতিমধ্যেই তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেছেন। সমস্ত প্রক্রিয়াটি একটি স্বচ্ছতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তবু এখানেও স্বার্থান্বেষী মহলের উষ্মার সঞ্চার হচ্ছে। যেহেতু বেনেগালের একটি নির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা আছে তাই কিছু কিছু ক্ষেত্র থেকে বলা হচ্ছে বেনেগালকে সামনে রেখে দলই লাঠি ঘোরাবে। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। সরকার নিরলস তার কাজ করে চলেছে। সরকার দেশের কোনো ছবি বিদেশের প্রতিযোগিতায় প্রদর্শনের জন্য নিশ্চিত হলে সমস্ত প্রচার খরচ বহন করার কথা ঘোষণা করেছে। এটি অত্যন্ত সদর্থক সিদ্ধান্ত। অনেক ছবিই বিদেশে প্রাক-প্রদর্শন প্রচারের অভাবে কলকে পায় না।

(৬) তথ্য সম্প্রচার বিভাগ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি যেমন--- (১) আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, (২) স্বচ্ছ ভারত, (৩) মেক ইন ইন্ডিয়া, (৪) রাষ্ট্রীয় একতা দিবস, (৫) স্কিল ইন্ডিয়া, (৬) সর্বোপরি ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্পের দক্ষ প্রচার করে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে।

(৭) কেবল টিভি ডিজিটালইজড প্রক্রিয়ায় যাতে গ্রাহক ছবি ও শব্দ সর্বদা উচ্চমানে দেখতে ও শুনতে পান তা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল অ্যাড্রেসেবল সিস্টেম যা ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পেরই একটি অংশ তা ২০১৬ সালের মধ্যে সারা দেশে চালু হয়ে যাবে বলে দপ্তরের আশা। এরই সঙ্গে অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে দাপিয়ে চলেছে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' যা গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ছে। ১৬টি সাক্ষাৎকার ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

(৮) দেশের সিনেমা শিল্পকে উৎসাহ দিতে সঙ্গে সঙ্গে কলাকুশলী, অভিনেতা, পরিচালনার মান উন্নত করতে পুনের এফটিআইআই ও কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম টেলিভিশন সংস্থাকে সরকার জাতীয় গুরুত্বের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও সংসদে এই সংক্রান্ত বিল আনছে। একই সঙ্গে অন্য প্রচার মাধ্যম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশনকেও (আইআইএমসি) এই তালিকায় রাখার প্রস্তাব মন্ত্রকের বিবেচনাধীন।

অত্যন্ত অবহেলিত কিন্তু সীমান্ত রাজ্য হিসেবে চূড়ান্ত সরকারি মনোনিবেশের দাবি করা অরুণাচল প্রদেশে নজিরবিহীনভাবে সরকার একটি এফটিআইআই প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের তরুণ-তরুণীরা বিপুল অনুপ্রেরণা তো পাবেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে যোগাযোগও বাড়বে। বেনজির ভাবে আগস্ট ২০১৪ সালে দিল্লীতে ৩ দিনের এন জেড ফিল্ম উৎসব হয়ে গেল। এমনই একটা উৎসাহব্যঞ্জক আবহাওয়াতেই অনুষ্ঠিত হলো গোয়ায় ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া (আইএফ এফআই)। এখানেও প্রথম প্রবর্তিত হল ইউনেস্কো-র সঙ্গে যুগ্ম উদ্যোগে আই সি এফ টি-ইউনেস্কো ফেলিনি প্রাইজ। এই ফেলিনী প্রখ্যাত ইটালিয়ান নিও রিয়ালিস্টিক পরিচালকদের অন্যতম। বিপুল গর্বভরে প্রথম এই পুরস্কারটি পেয়েছেন প্রসিদ্ধ পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী তাঁর অসাধারণ সিনেমা মমতা-জারিত ছবি 'সিনেমাওয়ালা'-র জন্য। সম্প্রতি টিভি সাক্ষাৎকারে এই পরিচালক অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। এই উৎসবেই World Cinema Restored Classes বলে একটি বিশেষ বিভাগও খোলা হয়েছে। এটি দেশের অতীতের বিখ্যাত ছবিগুলির সংরক্ষণের জন্য নির্মিত National Films Heritage Mission-এর সঙ্গে কাজ করবে। নতুন পরিচালক কলাকুশলীদের প্রেরণা দিতে চালু হলো Firstcut বিভাগ। চালু হলো বিশ্বখ্যাত Oscar Academy-র চলচ্চিত্র বিশারদদের প্রশিক্ষণে ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের যুগ্ম কারিগরী বিনিময়ের বিভাগ। এমন প্রচেষ্টা অভূতপূর্ব।

একটি স্থানুবৎ কেবল সুবিধে ও প্রসাদ বিতরণে অভ্যস্ত দপ্তরকে কর্মব্যস্ত ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা উদ্ভাবন ও তার রূপায়ণে প্রাণবন্ত করে তুলতে সরকার প্রাণপাত করছে। দেশের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্রকের কর্ণধার অরুণ জেটলি ও তাঁর সহকারী রাজ্যবর্ধন রাঠোর একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েছেন। অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে এই বিভাগ দেশের মানুষকে সরকার ও তার কাজকর্ম সম্পর্কে সজাগ করার পাশাপাশি দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা নিচ্ছে। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

কৃষির বিকাশ বিকাশের ভিত্তি

প্রদীপ ঘোষ

দেশের অর্থনীতির বিকাশে কৃষির গুরুত্বও অপরিসীম। দেশের মোট উৎপাদনের হিসেবে কৃষির আনুপাতিক অবদান আপেক্ষিকভাবে শিল্পের চেয়ে কম হলেও কৃষির ওপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। দেশের মোট উৎপাদনের মাত্র ১৯ শতাংশ কৃষিক্ষেত্র থেকে হলেও দেশের মোট ৬০ শতাংশ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। প্রশ্ন একটাই, এই কৃষির বিকাশে অর্থাৎ দেশের সিংহভাগ মানুষের বিকাশে গত দু' বছরে মোদী সরকারের ভূমিকা কী? প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার অন্তর্গত করা হয়েছে দেশের অধিকাংশ কৃষককে। রবিশস্য ও খারিফ শস্য উভয়ই স্থান পেয়েছে এই যোজনায়। বর্তমানে দেশের মাত্র ২০ শতাংশ কৃষক এই বীমার অন্তর্ভুক্ত হলেও আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশের ৫০ শতাংশ কৃষককে এই বীমার আওতায় আনা হবে এবং বীমার প্রিমিয়ামের একটা বড় অংশ সরকার বহন করবে। এছাড়াও এতদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল কম ও নষ্ট হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ-প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। এতদিন মোট উৎপাদিত ফসলের ৫০ শতাংশ নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যেত। এবার থেকে ৩০ শতাংশ নষ্ট হলেই পাওয়া যাবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত কৃষকদের পরিবারকে এককালীন ১.৫ লাখ টাকার পরিবর্তে এককালীন ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার নীতি চালু হয়েছে। এতসব ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য গঠিত আপদ-রক্ষা কোষ-এ ২০১০-২০১৫ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩৩৫৮০.৯৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার ২০১৫-২০ সময়ের জন্য ৬১২১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে দেশের খরা-কবলিত ১০টি রাজ্যের জন্য ২৫৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অবশ্য শুধু ক্ষতিপূরণ দানের মাধ্যমেই দেশের কৃষির বিকাশ করা যায় না। উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টাও সমপরিমাণে জরুরি। তাই সরকার দেশের মোট সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে এবং ২০১৪-১৫ সালে যেখানে যথাক্রমে মাত্র৪.১ লক্ষ হেক্টর ও ৪.২৫ লক্ষ হেক্টর জমি সেচসেবিত এলাকার আওতায় এসেছিল (লক্ষ্যণীয় পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান) সেখানে ২০১৫-১৬ সালে ৫.৪৩ লক্ষ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ সালে ৭ লক্ষ হেক্টর জমি নতুন করে সেচসেবিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি এইসব পরিসংখ্যান ছাড়া একথাও স্মর্তব্য যে বর্তমান সরকার ২০১৫-২০ সালের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হিসেবে 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি বাঁচাও যোজনা'-র অধীনে ৮০.৬ লক্ষ হেক্টর জমি সেচসেবিত করার পরিকল্পনা সদর্থকভাবে নিয়েছে। এর জন্য মোট খরচ ধার্য হয়েছে ৮৬৫০০ কোটি টাকা। এছাড়া এ বছরের মধ্যেই নাবার্ডের দ্বারা সেই ২০০০০ কোটি টাকার সেচ-তহবিল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এই সামাজিক উদ্যোগ বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হচ্ছে। যে কারণে দেশের প্রতিটি জেলাকে ৬৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা সেচের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র বর্তমান নয় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দেশের ২০৯টি খরা-কবলিত জেলার জন্য মোট ৪১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, যার মধ্যে ২৪৬ কোটি টাকা রাজ্য সরকারগুলির মাধ্যমে বিতরিত হবে। এছাড়া উৎপাদিত কৃষি-সামগ্রীর বিপণন পদ্ধতির উন্নতির জন্য ১ জুলাই ২০১৫ থেকে 'রাষ্ট্রীয় কৃষি বাজার যোজনা' গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশনের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পাট, কার্পাস এইসব অর্থকরী ফসলকেও এই সুরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত করা হয়েছে। এবং এর অন্তর্গত ফেরার প্রসারণও করা হয়েছে, এতদিন এর অন্তর্গত ছিল মাত্র ১৬টি রাজ্যের ৪৬৮টি জেলা। বর্তমানে ২৯টি রাজ্যের ৬৩৮টি জেলা এর আওতাভুক্ত হয়েছে। শুধু অর্থবণ্টন ও উৎপাদন-বৃদ্ধি, পরিকাঠামো বৃদ্ধি ও বিপনন বৃদ্ধি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়াই নয়, অন্য যে-কোনো ক্ষেত্রের মতোই কৃষিক্ষেত্রের উন্নতিতেও সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যের প্রয়োজন সর্বাধিক এই কথা মাথায় রেখেই 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি বাঁচাও যোজনা'-র ওয়েবসাইট চালু হয়েছে, যা কৃষকদের উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত তথ্যদান করে। অতএব একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে কৃষক ও কৃষিক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নতি ও তত্ত্বাবধানে মোদী সরকার যথেষ্টই যত্নবান।

বিকাশের শিল্প, শিল্পের বিকাশ

অম্লান কুসুম ঘোষ

দেখতে দেখতে দু'বছর পূর্ণ হলো বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের। এই দু'বছরে দেশের অগ্রগতি কেমন হলো তার পরিমাপ অবশ্যই জরুরি। অগ্রগতি পরিমাপের একাধিক মাপকাঠির অন্যতম হলো অর্থনীতি। দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি কত দ্রুততর হলো এবং সেই বৃদ্ধির বণ্টন কত ন্যায়সঙ্গত হলো তার ওপরেই নির্ভর করে দেশের অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি। এই অগ্রগতির তিনটি ধারা— শিল্পক্ষেত্র, পরিকাঠামোক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র। এর মধ্যে প্রথম শিল্পক্ষেত্র ও তৎসন্নিহিত বাণিজ্যক্ষেত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে গত দু'বছরেই কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শিল্পক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করার জন্য একাধিক প্রকল্প নিয়েছে যথা— সুরাট, রায়পুর, বিজয়ওয়াড়া, আল্লাপুজা এবং বাড্ডিতে পাঁচটি ক্লাস্টার প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে। IIUS (Industrial Infrastructure Upgradation Scheme বা শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন স্কীম)-এর অধীনে। এছাড়াও আরও ২৯টি প্রজেক্ট ৭২১.৮৭ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সহায়তা পেয়েছে তার মধ্যে ২৩টি প্রজেক্ট যেগুলির ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেছে সেগুলি পেয়েছে, ৫৬১.৩৮ কোটি টাকা এবং ৬টি প্রজেক্ট যেগুলি ইন-প্রিমিয়াল অ্যাপ্রুভাল স্তরে আছে তারা পেয়েছে ১৬০.৪৯ কোটি টাকা। শুধু অর্থবরাদ্দই নয়, বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ওয়েব-বেসড্ অনলাইন মনিটারিং সিস্টেমও চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এছাড়াও শিল্পের উন্নতির জন্য পরিকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য তিনটি শিল্প করিডোর (দিল্লী—মুম্বই শিল্প করিডোর, চেন্নাই-বেঙ্গালুরু শিল্প করিডোর, ভাইজাগ-চেন্নাই শিল্প করিডোর) এবং একটি অর্থনৈতিক করিডোর (বেঙ্গালুরু-মুম্বই অর্থনৈতিক করিডোর) গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে দিল্লী-মুম্বই শিল্প করিডোরের অন্তর্গত ছটি প্রদেশ— উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র। চেন্নাই-বেঙ্গালুরু শিল্প করিডোরের অন্তর্গত তিনটি রাজ্য— তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ। বেঙ্গালুরু-মুম্বই অর্থনৈতিক করিডোরের মধ্যে দুটি প্রদেশ— মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক। ভাইজাগ-চেন্নাই শিল্প-করিডোরের অন্তর্গত তিনটি প্রদেশ— তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, ভাইজাগ-চেন্নাই শিল্প করিডোর সম্প্রতি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে দু' দফায় মোট ৬২.৬ কোটি ডলার ঋণ পেয়েছে। তবে শুধুমাত্র বিশেষ কয়েকটি এলাকায় পরিকাঠামো তৈরি নয় বরং শিল্পে পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নয়নে আর্থিক যত্নবান হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। উত্তর-পূর্বে শিল্পোন্নয়নের জন্য গত দু' বছরের বাজেটে যথাক্রমে ২২১ ও ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এসবের ফলও ফলেছে হাতেহাতে। গত দু' বছরে শিল্পক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ১০২৫৭.৭৩ কোটি টাকা, স্থাপিত হয়েছে মোট ২৪৭১২টি শিল্পক্ষেত্র এবং কর্মসংস্থান হয়েছে ২০৬১৯৬ জনের। অবশ্য শুধু শিল্প স্থাপনের ফলেই কর্মসংস্থানের এই জোয়ার আসেনি, তার সঙ্গে সরকার শিল্পের উপযোগী শ্রমিক তৈরিতেও মনোযোগী হয়েছে। তাই মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক গত দু'বছরে মোট ২৫১৬৪৪ জন অদক্ষ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিল্পোপযোগী করে গড়ে তুলেছে। তবে এই সব প্রচেষ্টাই মাঠে মারা যেত যদি প্রযুক্তির দিকে আধুনিক না হোত ভারতীয় শিল্প সেদিকেও সদাসর্বদা নজর রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। 'ন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং পলিসি' (এনএমপি)-র অধীনে একটি ফান্ড গঠন করেছে তারা, যার নাম টেকনোলজি অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড' (টিএডিএফ)। এই ফান্ড থেকে সেইসব শিল্পোদ্যোগীদের ঋণ দেওয়া হয় যারা উন্নত ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি স্থাপন করতে চান। অবশ্য এগুলি সবই সংগঠিত শিল্প ও তৎসংলগ্ন অনুসারী শিল্প। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু প্রাথমিক উদ্যোগপতিদের কথাও মাথায় রেখেছেন। তাই অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে শুরু হয়েছে স্টার্ট-আপ-ইন্ডিয়া প্রজেক্ট। যে সব শিল্পসংস্থার বয়স পাঁচ বছরের কম ও বার্ষিক টার্নওভার ২৫ কোটি টাকার কম এবং যারা কোনো নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার,স্থাপন বা নির্মাণ বা ব্যবহার করতে চাইছে তারা এই প্রজেক্টের অধীনে সহায়তা পাচ্ছে। এছাড়াও একেবারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা কুটীরশিল্প বা তদনুরূপী কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উপযুক্ত তাদের সহায়তা করার জন্য মুদ্রা-লোন ব্যবস্থাও চালু করেছে সরকার। ফলে চর্মকার, কুম্ভকার ইত্যাদি যারা এতদিন পুঁজির অভাবে বিনিয়োগে অক্ষম ছিল বা বন্ধকি সম্পদের অভাবে ঋণ গ্রহণে অক্ষম ছিল তারাও বিনা বন্ধকে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করে নিজেদের দক্ষতায় শিল্পকে বড় করছে এবং নিজেরা স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি আরও অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে।

থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA
50g
TURMERIC
POWDER
CUMIN
POWDER
TURMERIC
POWDER
CORIANDER
POWDER
RED CHILLI
POWDER
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

স্বাস্থ্যে চোখ-ধাঁধানো সাফল্য মোদী সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত দু'বছরে স্বাস্থ্য-ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি করেছে ভারত। প্রধান সমস্যা যেটায় ভারত এতদিন ভুগছিল সেটা হলো দেশকে পোলিও মুক্ত করা। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত বছরের ৩০ নভেম্বর 'পোলিও মুক্ত ভারত' ঘোষিত হয়েছিল। সেটাকে বজায় রাখাই সরকারের কাছে এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ। তার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখছে না কেন্দ্র। সাত লক্ষেরও বেশি পোলিও টীকাকরণ কর্মসূচি ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে। তবে পোলিও মুক্তির কর্মসূচি বিগত আমলেও গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ইউপিএ আমলে যে বিষয়টিতে একেবারেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি সেটা হলো টিবি প্রতিরোধ। মোদী সরকার টিবি প্রতিরোধেই শুধু গুরুত্ব আরোপ করেনি, এই রোগের উৎসগুলিকে সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ টিবির মুখ্য কারণ অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে।

ইতিমধ্যেই স্পুটাম পরীক্ষায় নব্বই লক্ষ মানুষের টিবি ধরা পড়েছে। কেন্দ্রের তরফে আর এন টি সি পি (রিভাইজড ন্যাশনাল টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম)-র আওতায় চৌদ্দ লক্ষ রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭৯ শতাংশ টিবি রোগীকেই এইচ আই ভি পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়ায় দেখা গিয়েছে এদের মধ্যে ৯২ শতাংশেরই এইচ আই ভি ইতিবাচক। সুতরাং তাদের সেইমতো চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। টিবি প্রতিরোধে সরকার যে সার্বিক কর্মসূচি নিয়েছে, তার ফলও ইতিমধ্যে ফলতে শুরু করেছে। প্রতি লক্ষে টিবি রোগীর সংখ্যা ছিল যেখানে ২১১, জে পি নাড্ডার নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের উদ্যমে তা এক লপ্তে কমে দাঁড়িয়েছে ১৯৫-তে। টিবিতে প্রতি লক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল যেখানে ১৯, তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৭-তে। নিরাময়হীন টিবি রোগীর সংখ্যাও প্রতি লক্ষে ১৭১ থেকে কমে হয়েছে ১৬৭। আর এ সবের মাঝেই আরেকটি সুখকর তথ্য, আরও ২৫ হাজার অতিরিক্ত জীবন টিবির হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে আর এন টি সি পি।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে এখনও পর্যন্ত

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ায় ভারতবর্ষে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। চিকিৎসা শাস্ত্রের অভাবনীয় উন্নতিতেও ভারতে এই ট্র্যাডিশন বন্ধ হওয়ার লক্ষণ বিগত সরকারের আমলে দেখা যায়নি। কিন্তু বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রক এ ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। এ বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি ম্যালেরিয়া রোধে জাতীয় ফ্রেমওয়ার্ক ঘোষিত হয়েছে। তার খসড়াও তৈরি হয়ে গিয়েছে। কালাজ্বর-প্রবণ এলাকা হিসেবে কেন্দ্র চারটি রাজ্যকে চিহ্নিত করেছে, যথা— বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশ। রাজ্যগুলির প্রতিটি ব্লকে কালাজ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দশ হাজার কালাজ্বর আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় একজনে নামিয়ে আনা সম্ভবপর হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে ওই চার রাজ্যের ৬২৫টি কালাজ্বর-প্রবণ ব্লকের মধ্যে ৫০২টি ব্লকে (প্রায় ৮০ শতাংশ) এই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হয়েছে। ক্রমবর্ধমান ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোধেও সরকারের ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

কেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মসূচির রূপায়ণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশন। যা দেশে ৯৯৩টি শহরে পৌঁছে দিচ্ছে প্রাথমিক ও সার্বিক চিকিৎসা পরিষেবা। পরিকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও স্বাস্থ্যকর্মীর নিরিখে ৪৩২৫টি সুবিধাকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা হচ্ছে। ৮১৩টি চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলার পাশাপাশি ২৭৬৩ জন স্বাস্থ্য আধিকারিক, ২৬২ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ১৮৫৬২ জন স্বাস্থ্যকর্মী, ৭৫৯৭ জন নার্স, ৩৫০৩ জন ফার্মাসিস্ট ও ৩৮৭৫ জন ল্যাব-টেকনিশিয়ানকে নিযুক্ত করা হয়েছে। বস্তিবাসীদের জন্যও ৬২৮০৩ জন স্বাস্থ্য-স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গ্রামে গ্রামে সরকারের স্বাস্থ্য-পরিষেবা কর্মসূচি পৌঁছে যাচ্ছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের দৌলতে। ইতিমধ্যেই রোগপ্রবণ ১৮৪টি জেলাকে বেছে ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। নয়া জমানায় এ কাজে অতিরিক্ত প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার বেকার চাকরি পেয়েছেন। ঘোষিত ৬৭২টির মধ্যে ৩৩১টি জেলায় পৌঁছে গিয়েছে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা শাখা। জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা (ন্যাশনাল অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস বা ন্যাশ)-এর অন্তর্গত ১৬,০০০-র বেশি অ্যাম্বুলেন্স দেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত। ৩১টি রাজ্যে টোলফ্রি নম্বরে ডায়াল করলেই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পাওয়া যায়। ১১,৬০০ কেন্দ্রে মিলছে পার্শ্ব প্রভাব-মুক্ত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সুবিধা। তিরিশ হাজারের কাছাকাছি রোগী কল্যাণ সমিতি, পাঁচ লক্ষের মতো গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টিকরণ সমিতি (ভিলেজ হেলথ স্যানিটেশন অ্যান্ড নিউট্রিশন কমিটি) গঠিত হয়েছে। একইসঙ্গে ডাক্তারি শিক্ষার ওপরও জোর দিয়েছে কেন্দ্র। পরিকাঠামোর অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়ে ২০১৪-১৫-র তুলনায় ডাক্তারি শিক্ষার স্নাতক পাঠক্রমে পড়ুয়ার সংখ্যা ৫৪,৩৪৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৭,১৩৮; স্নাতকোত্তরে এই বৃদ্ধি ২৫,৩৪৬ থেকে ২৫,৮৫০-য়ে গিয়ে ঠেকেছে। আগামীদিনে উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ এর আরও বৃদ্ধি আশা করছে সংশ্লিষ্ট মহল। ■

গত দু'বছরে বিশ্বরাজনীতিতে ভারতবর্ষের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বেড়েছে

প্রণয় রায়

২০১৪ সালের মে মাসে ভারতীয় রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী হন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। জাতীয়তাবাদী ঘরানার রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপির পরিচিতি সুবিদিত। বিরোধী পক্ষের মতে বিজেপি চরম হিন্দুত্ব ও উগ্রজাতীয়তাবাদের পোষক। দীর্ঘ ৫০ বছরের উপর ভারতীয় রাজনীতির মূল কেন্দ্রে যে দলটি ছিল সেই কংগ্রেস জাতীয় রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। বামপন্থীদের জনগণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে দেশে বামপন্থী কংগ্রেসী ঘরানায় বিকশিত বিদেশনীতিতে যে বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে এ বিষয়ে কারো সংশয় না থাকলেও কী পরিবর্তন আসতে চলেছে এ নিয়ে আলোচনা শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা বিশ্বে শুরু হয়। জনতা সরকারে বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী আশির দশকের শুরুর দিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে হিন্দিতে ভাষণ দিয়ে যে স্বাভিমান, সামর্থ্যশীল ভারতবর্ষের শঙ্খনাদ করেছিলেন লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠে বলিয়ান প্রধানমন্ত্রী মোদী যেন ঠিক সেখান থেকেই বেটন ধরলেন। শপথ গ্রহণের দিনই চীন, আমেরিকা, রাশিয়ার মতো দেশকে বুঝিয়ে দিলেন দক্ষিণ এশিয়া শুধু ভারতবর্ষের, শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রনেতাদের অংশগ্রহণ যেন তারই স্বীকৃতি। এমনকী চরম বৈরী পাকিস্তানও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ডাককে উপেক্ষা করতে পারেনি। অবশ্য কোনো বড় দেশ নয়, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী তার প্রথম বিদেশ যাত্রা শুরু করলেন ভারতবর্ষের পরম মিত্র ও বিশ্বের সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে একটি ভুটান যাত্রার মধ্য দিয়ে। চীনের শত প্রলোভন সত্ত্বেও হিমালয়ের কোলের এই ছোট দেশ কখনই ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করেনি, এ যেন সেই উষ্ণ বন্ধুত্বের স্বীকৃতি। ঠিক তার পরে আগস্ট মাসেই তিনি গেলেন ভারত ও চীনের মাঝে অবস্থিত মাওবাদের আগুনে ঝলসে যাওয়া নেপালে। সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি হয় তাতে মনে হচ্ছিল বিশ্ব জয় করে যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে।

এ যেন চীন পোষিত মাওবাদী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী মোদীর খোলা চ্যালেঞ্জ। যদিও জুলাই মাসের মাঝামাঝি প্রধানমন্ত্রী ব্রাজিল সফরে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা ছিল ব্রিকস্ দেশের পূর্ব নির্ধারিত সম্মেলনে অংশগ্রহণ। তাঁর সফরের তৃতীয় গন্তব্যস্থল জাপান। এটাও বিশ্বের ভূ-রাজনীতিক বিশেষজ্ঞদের নজর কেড়েছে। এই মুহূর্তে জাপান ও ভারতবর্ষ দুই দেশই চীনের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারবাদী নীতির প্রবল বিরোধী। দুই দেশের সঙ্গেই চীনের সীমান্ত নিয়ে ঝামেলা লেগেই রয়েছে। ইউ পি এ যুগে চীন ভারতীয় সীমান্তে ঢুকেও পড়েছিল বলে খবরে প্রকাশ। সেই চীনকে তার ভাষাতেই জবাব ছুঁড়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী জাপান সফরের মাধ্যমে বলে বিশ্ব রণনীতিকারদের মত। ঠিক তার পরেই চীনে কাটিয়ে সদ্য গণতন্ত্রের পথে চলার শপথ

উদ্ধার হওয়া ভারতীয় নার্সরা দেশে ফিরছেন।

গত দু'বছরে যেসব দেশ মোদী সফর করেছেন

১। সৌদি আরব, ২। অস্ট্রেলিয়া,
৩। আফগানিস্তান, ৪। বাংলাদেশ (৫ বার), ৫। বেলজিয়াম, ৬। ভুটান,
৭। কানাডা, ৮। চীন, ৯। ফিজি,
১০। জার্মানী, ১১। ইরান,
১২। জাপান, ১৩। আয়ারল্যান্ড,
১৪। কাজাকাস্তান,
১৫। কাইরজিস্তান, ১৬। মালয়েশিয়া,
১৭। মরিশাস, ১৮। মঙ্গোলিয়া,
১৯। ফ্রান্স, ২০। নেপাল,
২১। রাশিয়া, ২২। সিঙ্গাপুর,
২৩। আমেরিকা (৩ বার)।

নেওয়া দেশ মায়ানমার সফর। চীন মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য বাড়িয়ে ভারত সমুদ্রে ভারতবর্ষের একাধিপত্যকে খর্ব করতে চেয়েছিল এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছিল। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী যেভাবে চীনের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়িয়ে চলেছেন তাতে চীনের সরকারি গণমাধ্যমগুলি অভিযোগ— এই সফরেও বন্ধুত্বের মাধ্যমে ভারতবর্ষ চীনকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। গত দু'বছরে প্রধানমন্ত্রী ভুটান, নেপাল, মায়ানমার, ফিজি, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, মঙ্গোলিয়া দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান, রাশিয়া তুর্কিমিনিস্থান, কাজাকিস্তান, তাজাকিস্তান, মালেশিয়া, আফগানিস্তানের মতো চীনের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির দিকে বন্ধুত্বের হাত এগিয়ে দিয়েছে, তাতে চীনা বিস্তারবাদ অনেকটাই গুটিয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, উত্তর কোরিয়া ও পাকিস্তান ছাড়া প্রতিটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেই চীনের সম্পর্ক খারাপ। বিশ্ব মানচিত্রে ভারতের দাপট দেখে ভিয়েতনামের মতো দেশগুলি দক্ষিণ চীন সাগরে ভারতবর্ষের উপস্থিতি নিয়ে দরবার করতে দিল্লী সফর পর্যন্ত করেছে।

চাণক্যের দেশ ভারতবর্ষের বিদেশনীতি সেদিন সাবালকত্ব অর্জন করে যেদিন মায়ানমারে ঢুকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিদের খতম করে ভারতীয় বাহিনী। চীনা অঞ্চলে ঢুকে চীনাবাহিনীকে বোঝায় ভারতীয় বাহিনী কতটা শক্তিশালী। ইরানের ছাবাহারে বন্দর গড়া থেকে শুরু করে চট্টগ্রামে বন্দর হয়ে পূর্ব উত্তর ভারতের জন্য করিডোর, উত্তরপূর্ব ভারতে থেকে সোজা সড়ক পথে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যাওয়ার পরিকাঠামো গড়ার কাজ, মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে একের পর এক চুক্তির মাধ্যমে ভারতের প্রাকৃতিক তেলের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন করার গ্যারান্টি অর্জন, বাংলাদেশে ভারতবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কোমর ভেঙে দেওয়া। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের গত দুই বছরের সাফল্যের খতিয়ান।

গত দুই বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩৫টি দেশে ছুটে গিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কখনই নিজের সঙ্গে বড়সড় দল নিয়ে বিদেশ সফরে যান না, বরং প্রধানমন্ত্রীর সফরের অনেক আগে থেকে সরকারি আধিকারিক, বিদেশমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীরা সে দেশে গিয়ে সহযোগিতার বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সফর ছোট হলেও কার্যকরী হয়। এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই দু' বছরের কার্যকালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুরক্ষা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যই ভারত সফরে এসেছেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীও সেই দেশে গিয়েছেন। বিশ্ব রাজনীতিতে এ ঘটনা বিরল।

কূটনীতিক মহলের মতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনতন্ত্রে যে সংস্কার হতে চলেছে সেখানে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে চাইছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চে হঠাৎ বিশ্বযোগ দিবস ঘোষণার দাবি ও তিন চতুর্থাংশের বেশি দেশের সমর্থন নিয়ে তাকে কার্যকর করে বিশ্বরাজনীতিতে ভারতবর্ষের গ্রহণযোগ্যতাকেই মোদী তুলে ধরলেন বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এই দুই বছরে ভারতবর্ষের সফরে এসেছেন ২৬টি দেশের রাষ্ট্রনায়ক। এখানেই শেষ নয়। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ভারতীয় বিদেশনীতির অংশ হিসেবে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, বিদেশমন্ত্রীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে সফর ভারতীয় বিদেশনীতিকে কার্যশীল বিদেশনীতিতে পরিণত করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশযাত্রা শুধু যে কূটনৈতিক মহলেই সাড়া ফেলেছে তাই নয়, বহির্বিশ্বে থাকা ভারতীয়, ভারতীয় বংশোদ্ভূত, সর্বোপরি হিন্দুদের জন্যও বার্তা বয়ে নিয়ে গিয়েছে। আরবভূমি আবুধাবীতে হিন্দু মন্দির গড়ে, বারবার ইসলামি জেহাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে টিকে থাকা ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে, ভূমিকম্পে আক্রান্ত নেপালের পাশে দাঁড়িয়ে, পশ্চিম এশিয়ায় আটকে থাকা ভারতীয়দের সকুশল ভারতে ফিরিয়ে মোদী তাঁর কর্তৃত্বকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। একবার এক আলোচনায় এক কূটনীতিক বলেছিলেন, যেভাবে মোদী ইসলামি জেহাদিদের হাত থেকে ভারতীয় নার্সদের সসম্মানে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন এ ঘটনা ১৪০০ বছরের ইসলামি ইতিহাসে বিরল। ■

এক নজরে মোদী সরকারের সাফল্য

- **বিদ্যুৎ ব্যবস্থা :** আর্থিকভাবে রুগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির হাল ফেরানোর উদ্যোগ।
- **একপদ এক পেনসন :** একই পদ থেকে অবসর নেওয়া সামরিক ব্যক্তিদের একই হারে পেনশন।
- **আধার আইন :** সংসদের বাজেট অধিবেশনে আইনি বৈধতা পেয়েছে আধার নম্বর।
- **ডিজিটাল ইন্ডিয়া :** সমস্ত সরকারি পরিষেবা অনলাইন করার পরিকল্পনা।
- **স্কিল ইন্ডিয়া :** ২০২২ সালের মধ্যে ৪০.২ কোটি যুবককে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ।
- **মেক ইন ইন্ডিয়া :** ভারতে শিল্প গড়ার জন্য বিদেশি পুঁজি টানার পরিকল্পনা।
- **প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা :** গরিবদের জন্য ২ কোটি বাসস্থান তৈরি। সময়সীমা : ২০২২ সাল।
- **ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার :** রান্নার গ্যাসের ভরতুকি সহ মোট ৪২টি সরকারি প্রকল্পের টাকা সরাসরি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে।
- **জাতীয় কৃষি বাজার :** দেশের ৫৮৫টি নিয়ন্ত্রিত পাইকারি বাজারকে একই ই-প্ল্যাটফর্মে আনার পরিকল্পনা।
- **শস্য বীমা :** সামান্য প্রিমিয়ামে কৃষকদের জন্য শস্য বীমা।
- **অন্ত্যোদয় যোজনা :** গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের জন্য সামাজিক ন্যায় ও কল্যাণের একগুচ্ছ পরিকল্পনা।
- **বিমানবাহিনী :** মেয়েদের যুদ্ধবিমানের পাইলট হবার সুযোগ দেওয়া।
- **নৌবাহিনী :** মহিলা আধিকারিকদের পার্মানেন্ট কমিশন মঞ্জুর করা।
- **প্রত্যাহার :** তামাদি হয়ে যাওয়া ১৮০০ আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত।
- **ভারত-মরিশাস কর চুক্তি :** কর আরোপকে উৎসভিত্তিক করার সংশোধনী।

অতিথি কলম

অশোক মালিক

পররাষ্ট্র নীতিতে মোদীর যুগান্তকারী সাফল্য

শাসনকালের তৃতীয় বর্ষের প্রবেশ দ্বারে এসে প্রধানমন্ত্রী নির্দ্বিধায় দাবি করতে পারেন যে তাঁর বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সব থেকে বড় সাফল্য একই সঙ্গে চীন ও আমেরিকা দুই দেশের বিদেশনীতিকেই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রভাবিত করতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে চীন অবশ্যই এক দীর্ঘকালীন কৌশলগত পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে গণ্য হলেও আমেরিকা কিন্তু সেই নব্বই-য়ের দশকের শেষ দিক থেকেই ভারতের কাছে সম্ভাবনার রাস্তা খুলে দিয়েছিল। ভারতের কিন্তু খুব দীর্ঘকালীন না হলেও মাঝামাঝি সময়সীমায় নানান কারণে ও ভিন্ন মাত্রায় উভয় দেশকেই প্রয়োজন আছে।

তাই, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রনীতির বিশেষজ্ঞ দল বিষয়টা সঠিক উপলব্ধি করেছেন এবং এর ফল হিসেবে দ্বিপাক্ষিকতার বাতাবরণ ২০১৪ সালের মে মাস থেকে আজ অনেক উন্নত জায়গায়। চীনকে দিয়েই শুরু করা যাক। সকলেই জানেন পাকিস্তানকে

> **“নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতায় আরোহণের সময় ভারত সম্বন্ধে তুমুল সন্দিহান প্রায় আস্থাহীন ওবামা ইউপিএ-২ এর শেষদিকে ভারতকে নিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আজ বিদায় লগ্নে সেই তিনিই তাঁর যে পররাষ্ট্রনীতির উত্তরাধিকার ছেড়ে যাচ্ছেন সেখানে ভারতের রয়েছে উজ্জ্বল অংশীদারি।”**

পেছন থেকে বরাবর মদত জুগিয়ে এই বিশাল ভুখণ্ডে অস্থিরতা তৈরি করতে চীন কখনই কসুর করেনি। এই মদত জোগানো সেই অর্থে কেবল ক্ষমতার নিরিখে পাকিস্তানকে শক্তিধর করে তার মোকাবিলার যোগ্যতা বাড়ানোয় সীমাবদ্ধ নয়। আদতে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য কৌশলে তাকে জড়িয়ে ফেলা। আর এই দুরভিসন্ধি যে দ্রুত গতিতে চলেছে তার প্রমাণ ‘জৈস এ মহম্মদের’ সন্ত্রাসবাদীদের রাষ্ট্রসঙ্ঘের তৈরি বিধি নিষেধের আওতায় আনার প্রস্তাবে চীনের তীব্র বাধা দান। এই মর্মে চীন নাকি গোষ্ঠী হিসেবে নয়, নির্দিষ্ট সন্ত্রাসবাদী চিহ্নিত করে ভারত বিশদ জানালে আর পাকিস্তানকে যতটা অনুল্লেখিত রেখে করা যায় সেক্ষেত্রেই কেবল তৎপরতা দেখাবে। এটি একটি জনরব মাত্র, লিখিত-পড়িত কিছু নয়।

অন্যদিকে নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপ (এন এস জি)-এর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে চীন ভারতের প্রবেশ বিলম্বিত করে দিয়েছে শুধু নয়, নিজের অভিসন্ধি মেটাতে পাকিস্তানকে ঢোকাবার চেষ্টাও করেছিল। অবশ্য তা স্বাভাবিকভাবেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে। তবু যাই হোক না কেন, চীনেরও কাজকর্মের একটা সীমা তো আছে। তাই আমেরিকা যদি এন এস জি-এর সদস্যপদ পেতে পুরো ওজন ভারতের পেছনে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা নিশ্চিত করতে সংকল্পবদ্ধ হয় তা যে বিদায়ী রাষ্ট্রপতির তরফ থেকেই আসুক না কেন চীনকে কিন্তু সমঝে চলতে হবে। আর এখন মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে মোদীর জুন মাসে আমেরিকা সফরের ভিত্তিতে আমেরিকা কতটা উদ্যোগী হয় তার ওপর যার সম্ভবনা যথেষ্ট।

এই অপ্রিয় বিষয়টা থাকলেও চীনারা কিন্তু বাস্তবে মোদীর মধ্যে এমন একজন ভারতীয় নেতার সন্ধান পেয়েছে যিনি চীনা কোম্পানিগুলির ভারতীয় বাজারে অংশ নেওয়া বাড়াতে আন্তরিক ও নিরলস চেষ্টা করে চলেছেন। চীনা পুঁজি ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে তাদের যে উদ্‌বৃত্ত সংস্থান রয়েছে তা সরাসরি ভারতে লগ্নি করানোর ক্ষেত্রেও মোদী সর্বাংশে উদ্যোগী হয়েছেন। এই সূত্রে ব্যবসা সংক্রান্ত ভিসা সমস্যার দ্রুত সমাধান করেছেন তিনি। এর ফলে ভারত খানিকটা জায়গা পেয়েছে। এবার ভারত চীন সীমান্তে one belt one Road (OBOR) তত্ত্ব অনুযায়ী চীনের বহুবিধ নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে ভারতের বরাবরের সংশয় রয়েছে। কেননা এই পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মগুলিতে যে চীনের নিছক রাজনৈতিক ছাড়া কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নেই সেটা পরিষ্কার। তবু তার মধ্যে থেকেও ভারত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজের সুবিধে তৈরি করে নিয়েছে।

অবিভক্ত জম্মু ও কাশ্মীরের যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে চীন- পাকিস্তান

অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হচ্ছে, সেটি আর কিছু না হোক আন্তর্জাতিকভাবে একটি বিতর্কিত অঞ্চল বলেই স্বীকৃত। তাই ভারত এর যথাযোগ্য প্রতিবাদ জানিয়েছে। পরিণতিতে চীন কিছুটা চাপে পড়েই পাকিস্তানকে গিলগিট ও বালটিস্থান অঞ্চলের আইনগত বৈধতার সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে বলেছে। তবে এই সমস্যার সমাধান কোনোদিন ভারতের অনুকূলে হবে কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন।

এতসব সত্ত্বেও চীন যে সীমান্ত প্রকল্পগুলি চালাচ্ছে— তাতে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক-এর দ্বিতীয় বৃহত্তম সদস্য হিসেবে ভারত পরোক্ষভাবে চীনের OBOR (One belt one Road) সম্প্রসারণ কাজে সাহায্য করছে। তাই ভারতের পূর্ব প্রান্তে চীনের ওবিওআর প্রকল্পগুলি ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটাতে কাজে লাগতেই পারে। এই মোদী সরকার অত্যন্ত পরিণত বুদ্ধির সঙ্গে খোলা মনে সবকিছু বিচারে আগ্রহী। প্রকৃতিগতভাবে আদৌ বিরোধাত্মক নয়। সরকার চীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পগুলি নিয়ে সর্বদাই অবগত এবং যতক্ষণ না সেগুলি ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী হচ্ছে বা আন্তর্জাতিক আইন কানুনের পরিধি লঙ্ঘন করছে ততক্ষণ সরকার পূর্ণ সহনশীল। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতের এই প্রাজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গির কথা চীনা কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছে ও তাকে মান্যতা দিয়েছে। প্রমাণস্বরূপ লাদাখের সীমান্ত অঞ্চলে চীনারা কী করছে বা করতে পারে তার আন্দাজ ভারত এখন সহজেই পাচ্ছে। ২০১৪ সালে চৈনিক রাষ্ট্রপতি (জি জিং পিং)-র ভারত সফরের পরে পরেই চীনের তরফে যে আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল তা আজ অতীত। এ থেকে কী বোঝা যাচ্ছে? সোজা কথায় মোদী সরকার চিরাচরিত Track-II (পিছনের দরজার) রাজনীতিকে পেছনে ফেলে সরাসরি Track-I রাজনীতির মাপকাঠিতে সমস্যা সমাধানেই এগিয়ে আছে।

সমস্যা যতই থাক না কেন, অবশ্যই রয়েছেও। তবুও সরকারের সঙ্গে সরকারের সরেজমিনে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে, আজ দিল্লীর তথাকথিত চীন বিশারদ বা চীন সংক্রান্ত কৌশল বিশেষজ্ঞদের থেকে দেশ-প্রধানরা নিজেরা পারস্পরিকভাবে অনেক স্বচ্ছন্দ। এটি মোটেই ফেলনা ব্যাপার নয়, বরং এক বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য। তুলনায় আমেরিকার ক্ষেত্রে সমীকরণটা বরং কিছুটা সোজা। দু'দেশের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থাকলেও নরেন্দ্র মোদী মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এমন একটি মানসিক বন্ধন তৈরি করেছেন যার ফলে তাঁকে বহু ক্ষেত্রেই 'সমস্যার নিষ্পত্তিকারী' বলে মান্য করা হচ্ছে।

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অধিবেশনে মোদীর গঠনমূলক ভূমিকার পর বহু আমেরিকান তাবড় মধ্যস্থতাকারীরাই মোদীকে এই 'সঙ্কট মোচনকারী' অভিধায় ভূষিত করেছেন। আশ্চর্যের কথা, তাঁর ক্ষমতায় আরোহণের সময় ভারত সম্বন্ধে তুমুল সন্দিহান প্রায় আস্থাহীন ওবামা ইউপিএ-২ এর শেষদিকে ভারতকে নিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আজ বিদায় লগ্নে সেই তিনিই তাঁর যে পররাষ্ট্রনীতির উত্তরাধিকার ছেড়ে যাচ্ছেন সেখানে ভারতের রয়েছে উজ্জ্বল অংশীদারি। আর এই পারস্পরিক নির্ভরতা ও বিশ্বাসের বাতাবরণই আগামী জুন মাসে মোদী-ওবামার শেষ সাক্ষাৎকারে প্রতিরক্ষা, পরমাণু ও প্রযুক্তিগত অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে ভারতের এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

এই প্রসঙ্গে শুধু মাত্র ওয়াশিংটন প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেই মোদী থেমে থাকেননি। তিনি ভারত-ভাবনাকে আরও দীর্ঘায়িত করে আমেরিকান কংগ্রেসের সঙ্গেও যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। এর সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া গেল যখন মোদীর আসন্ন মার্কিন সফর উপলক্ষে তাঁর মার্কিন সেনেটের উভয়কক্ষেই যৌথ ভাষণ দেওয়া বিপুল সম্মতিতে অনুমোদিত হয়ে যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর নজীরবিহীনভাবে মার্কিন সেনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি ও হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ অন ফরেন অ্যাফেয়ার যৌথভাবে তাঁকে হোয়াইট হাউস-এ সম্বর্ধনা দেবে। অতীতে capitial hill-এ অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো প্রধানমন্ত্রীদের এই ভাবে সম্বর্ধিত করা হয়েছিল তবে তা ছিল কেবলমাত্র ভারত বিশারদদের তরফ থেকে দেওয়া, পুরো ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির দেওয়া নয়।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে আজকাল দেখা যাচ্ছে আইনগত বিষয়ে আমেরিকান কংগ্রেস পাকিস্তান নিয়ে অত্যন্ত কড়া প্রশ্ন চিহ্ন রাখছে। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানের সর্বশেষ অবস্থান কী? হাক্কানি সম্পর্কিত নেটওয়ার্ককে তারা কতদূর মদত দিচ্ছে? সে দেশে থাকা সংখ্যালঘুদের প্রতি তারা কী নীতি নিয়ে চলেছে ইত্যাদি সংবেদনশীল ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুগুলিতে প্রশাসনিক স্টেট ডিপার্টমেন্ট- এর কর্তাব্যক্তিদের তুলনায় কংগ্রেসের সদস্যরা ব্যক্তিগত স্তরে অনেক বেশি কৌতূহলী ও সমস্যা সমাধানে আগ্রহী। কূটনৈতিক স্তরের তৎপরতা এই রাজনৈতিক স্তরের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে। সেনেটে পুনর্নির্বাচন প্রার্থী সেনেটররা গভীরভাবে পর্যালোচনা করছেন ভারতের পাশে সঠিকভাবে দাঁড়াতে পারলে ইন্ডিয়ান আমেরিকানদের থেকে নির্বাচনী খরচের সঙ্গে হয়তো তাদের ভোটটাও মিলে যেতে পারে। আর এক্ষেত্রে মোদী তাঁর কয়েকবারের সফরে এই প্রবাসী ভারতীয়দের ধ্যান-ধারণা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ও ক্ষমতার কথা যে প্রশংসনীয় মোড়কে সে দেশে তুলে ধরেছেন তারই ফল এই কূটনৈতিক সাফল্য। যার প্রভাব দেশের অভ্যন্তরে প্রলম্বিত হবে এমনটা ভাবা যায়। দু'বছরের অর্জন হিসেবে এটি কোনো অংশেই তুচ্ছ নয়।

(লেখক অবসারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর বিশিষ্ট সদস্য)

অন্ত্যোদয় : প্রান্তিক মানুষের সামাজিক ন্যায় ও কল্যাণের দিশা

দীপ চক্রবর্তী

অন্ত্যোদয় প্রকল্পটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে গৃহীত হয়েছিল। অধুনা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকল্পটিকে বিবিধ শাখায় দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রকল্পের রূপায়ণে তিনি নারী এবং শিশুবিকাশ, সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন, জনজাতি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, কৃষি এবং গ্রামোন্নয়ন ও স্বাস্থ্যের মতো পাঁচটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছেন।

বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার আগে অন্ত্যোদয়ের স্বরূপটি একবার বুঝে নেওয়া দরকার। সাধারণ অর্থে অন্ত্যোদয় হলো প্রান্তবাসী মানুষের সামাজিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে উৎসাহী মানুষের ভিড়।

বিকাশ। কিন্তু বিশেষ অর্থে অন্ত্যোদয় প্রান্তিক মানুষের সামাজিক ন্যায় এবং কল্যাণের দিশা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসেই তাঁর সরকারের গতি এবং প্রকৃতি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন তাঁর সরকারের একটাই ধর্ম— দেশের কল্যাণ। সরকারের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ দেশের সংবিধান। জনশক্তি সরকারের প্রেরণা এবং ১২৫ কোটি ভারতীয়ের উন্নয়ন সরকারের ব্রত। সবশেষে সরকারের কোড অব কনডাক্ট— সব কা সাথ সব কা বিকাশ।

পূর্বতন ইউপিএ সরকারের বেলাগাম দুর্নীতির কারণে সরকারের ওপর থেকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসটাই চলে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল সেই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। প্রথমেই যে পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করলাম সেটি মুদ্রাস্ফীতিতে উল্লেখযোগ্য হ্রাস। তারপর বিক্রয়মূল্য সূচকও লক্ষণীয় ভাবে কমে গেল। কিন্তু এতে শহরবাসী মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজ যতটা উপকৃত হলেন দরিদ্র পিছিয়ে পড়া মানুষ ততটা হলেন না। অথচ ‘সব কা সাথ সব কা বিকাশ’ নীতির সফল রূপায়ণে তাঁদেরও দরকার। সুতরাং আমরা প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষাবীমা যোজনা, মুদ্রা ব্যাঙ্ক, অটল পেনশন যোজনা এবং দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনার মতো প্রকল্প পেলাম যা নিঃসন্দেহে সমাজের সমগ্র ক্ষেত্রের মানুষের বিশ্বাস সরকারের ওপর ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ বুঝেছেন স্রেফ ভোটের জন্য নগদ বিদায়ের রাজনীতি করে বিজেপি দল বা মোদী সরকার তাঁদের আরও কয়েকশো বছর পিছিয়ে দেবে না।

ভারতবর্ষের মতো বহুমাত্রিক দেশে সামাজিক ন্যায় এবং কল্যাণের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ অসম্ভব ব্যাপার। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে সামাজিক উন্নয়ন (ন্যায় ও কল্যাণ) এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমাজকে শক্তিশালী করে তোলে। সেই শক্তিশালী সমাজ মানুষের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়ে তাকে নতুন সামাজিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। অধিক গুণগত মানসম্পন্ন এই সমাজে প্রান্তিক মানুষও অপাঙক্তেও নন। বরং উন্নয়নের ভারসাম্য রক্ষায় তাদের অন্তর্ভুক্তি খুবই জরুরি।

একথা অনস্বীকার্য, অন্ত্যোদয় প্রকল্পে যে শক্তিশালী সমাজের কথা বলা হয়েছে তার জন্য শক্তিশালী মানুষের প্রয়োজন। তার জন্য প্রথমেই দরকার অর্থনৈতিক সুস্থিতি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা না থাকলে কোনো উন্নয়নই পূর্ণতা পায় না। এ ব্যাপারে মোদী সরকারের প্রথম উদ্যোগ ক্রিয়েশন অব ভেনচার ক্যাপিটাল ফান্ড ফর সিডিউলড কাস্ট এন্টারপ্রেনার্স স্কিম। এই প্রকল্পে সরকার ২২০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছে। তারপর ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট গ্যারান্টি স্কিম ফর সিডিউলড কাস্ট। ২০১৪-১৫-র বাজেটে এই প্রকল্পে ২০০ কোটি টাকার বরাদ্দ ঘোষণা হয়েছে।

এছাড়া রয়েছে স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতাভুক্ত স্বচ্ছ উদ্যমী যোজনা। এগুলি সবই স্বনিযুক্তিকরণ প্রকল্প। নবীন উদ্যোগপতিরা এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা দুইই পেতে পারেন।

এর পাশে অবশ্যই বলতে হবে ন্যাশনাল সিডিউল কাস্ট ফাইনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন এস এফ ডি সি) এবং ন্যাশনাল সাফাই কর্মচারী ফাইনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন এস কে এফ ডি সি)-র কথা। বস্তুত এই দুটি প্রকল্পে সর্বাধিক মানুষ প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। উপকৃত মানুষের সংখ্যা (শুধু ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে) ৯০,২৮৯ জন এবং ঋণের পরিমাণ ৪০৪.৩১ কোটি টাকা।

সাফাই কর্মচারীদের এই প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই সারাদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। হিমাচল প্রদেশের কাংরা জেলার বন্দনা কুমার আগে সাফাই কর্মী ছিলেন। এন এস কে এফ ডি সি প্রকল্পে কাটিং এবং টেলারিং-এর প্রশিক্ষণ এবং ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সম্প্রতি নিজের ব্যবসা শুরু করেছেন। মাসে ৬ হাজার ৫০০ টাকা রোজগার করেন। গুজরাটের সতীশভাই রামজীভাই বাবরিয়ার কাহিনি একটু অন্যরকম। তিনিও সাফাই কর্মচারী ছিলেন। একটি কারখানায় কাজ করতেন। সম্মানজনক জীবনের স্বপ্ন দেখতেন। মোদী সরকার সুযোগ দেওয়া মাত্র আর দেরি করেননি। ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। এখন তার আয় মাসে ১৫ হাজার টাকা। ৫ সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণের ভার তার ওপর। সম্প্রতি বড় ছেলে ও বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদীর নাম করতেই হাতদুটো জোড় করে কপালে ঠেকালেন। ধন্যবাদ দিলেন তাঁর স্বপ্ন পূরণের কারিগরকে।

অন্ত্যোদয়ের প্রতিটি কল্যাণমুখী দিক এই নিবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব নয়। কয়েকটির কথাই বলব। তপশিলি জাতি এবং জনজাতিদের উন্নয়নে পরিকাঠামোগত ফাঁকগুলি চিহ্নিত করার জন্য ২০১৪ সালে ভ্যান বন্ধু কল্যাণ যোজনা নামক প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন প্রায় ২ কোটি মানুষ। এদের স্বাস্থ্যসুরক্ষায় রক্তাল্পতার মতো কয়েকটি অসুখের চিকিৎসায় যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তার নেতৃত্বে রয়েছেন জাপানের নোবেল পুরস্কার বিজেতা বিশেষজ্ঞ শিয়ানা ইয়ামানকা।

শিক্ষাক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের চিহ্নিত করে তাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভাষা যাতে কোনো সমস্যা না হয় তাই জনজাতিদের নিজেদের ভাষায় বই লেখা এবং পঠন পাঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের এই উদ্যোগ প্রান্তিক মানুষদের মনে অভূতপূর্ব আশার সঞ্চার করেছে।

মোদী সরকারের আরও একটি প্রকল্প সারাদেশে সাড়া ফেলে দিয়েছে। সেটি হলো বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প। দেশের চাইল্ড সেক্স রেশিও (সি এস আর) যেখানে ২০০১ সালে ছিল ৯২৭, ২০১১ সালে তাই নেমে এসেছিল ৯১৮-তে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও ভারতে বেলাগাম কন্যাভ্রূণ হত্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। মোদী সরকারের এই প্রকল্প কিছু মানুষের বিপজ্জনক প্রবণতায় রাশ টানতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া মহিলা পুলিশ ভল্যানটিয়ারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং প্রতিটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশবাহিনীতে মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী এমন একটি উদ্যোগ নিয়েছেন যা তাঁর প্রশাসনকে এক লহমায় হৃদয়বান করে তুলেছে। সেটি হলো বৃন্দাবনে হিন্দু বিধবাদের বাসস্থান প্রদান। জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় কিছু মহিলার জন্য এভাবে ভাবতে পারা শুধু দক্ষ প্রশাসক নয় মহৎ মানুষেরও লক্ষণ।

ভারতবর্ষের বিরোধী রাজনীতি আজকাল মাত্রাতিরিক্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। তাই যা সহজেই চোখে পড়ে তা তারা দেখতে পান না। কিংবা পান কিন্তু স্বীকার করেন না। করলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষতি। এই নেতিবাচক পথে চলতে চলতে তারা ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছেন। এত কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই, অন্ত্যোদয়ের মতো একটি দর্শন অজস্র প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ছে। লাখো লাখো মানুষ সাধুবাদ জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। অথচ কিছু লোক স্রেফ ভয়ে ও ঈর্ষায় ক্রমাগত নিন্দে করে যাচ্ছে। অবশ্য তাতে দেশের কর্ণধারের কিছু যায় আসে বলে মনে হয় না। তিনি কাজ করতে এসেছেন, করেই ছাড়বেন। ■

বৃদ্ধির মাপকাঠি

- জনধন প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত ২১.৭ কোটি মানুষ অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। অ্যাকাউন্টে জমা রাখা অর্থের পরিমাণ ৩৭,৪৪৫ কোটি টাকা।
- ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত ১.১০ কোটি গ্রাহক রান্নার গ্যাসে ভরতুকি ছেড়ে দিয়েছেন।
- মোট ৭ হাজার গ্রামে বিদ্যুতায়ন।
- এফ ডি আই-তে ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি।
- এককালীন ৮ হাজার টাকার বিনিময়ে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী নাগরিকদের আজীবন বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস।
- ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪ সূচনা হলো মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের।

ত্রিপুরা যুক্ত হলো ভারতীয় রেল মানচিত্রে
পরিকাঠামো নির্মাণে একগুচ্ছ প্রকল্প

তারক সাহা

কেন্দ্রে মোদী সরকারের দ্বিতীয় বছর পূর্ণ হলো। পাঁচ বছরের মেয়াদি শাসনকালে কোনো সরকারের কাজকর্মের দিশা কোনদিকে তার একটা হিসেব-নিকেশের সময় হয়ে থাকে। সরকারের কাজকর্মের যে বিভিন্ন অংশ থাকে তার মধ্যে রেল একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ রেল হলো জাতীয় উন্নয়নের মেরুদণ্ড। রেল কেবল যাত্রী পরিবহণ করে না, দেশের উন্নয়নের বিশেষত পরিকাঠামো গড়তে বুনিয়াদি সামগ্রী যেমন কয়লা, খনিজ পদার্থ পরিবহণ এবং আমআদমির ভরণ-পোষণের দায়িত্বও রেল দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে।

২৬ মে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের দু' বছর পূর্ণ হলো। পাঁচ বছরের একটা সরকারের যে মেয়াদ থাকে, তার প্রায় অর্ধেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। জনসাধারণের অনেক প্রত্যাশা থাকে নির্বাচিত সরকারের ওপর। সেই প্রত্যাশার মধ্যেই পড়ে রেল পরিবহণ। এই দুই বছরে মোদী সরকার কী কী প্রকল্প হাতে নিয়েছে, কী কী প্রকল্প কোথায় দাঁড়িয়ে তার একটা লেখা-জোখা এখানে পেশ করা হলো।

প্রথমত বলে রাখা ভালো যে স্বাধীনোত্তর ভারতের উন্নয়নের অভিমুখ ছিল উত্তর ও পশ্চিম ভারত। এর ফলে অবহেলিত হয়েছে পূর্ব ও পূর্বোত্তর ভারতের উন্নয়ন। এর অন্যতম কারণ হলো, স্বাধীন ভারতের প্রশাসন এতদিন চালিয়ে এসেছে মূলত উত্তর ভারত থেকে জিতে আশা সমস্ত প্রধামন্ত্রী—জওহরলাল থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধী, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ভিপি সিংহ প্রমুখ। অবশ্য এর মধ্যে কিছুদিনের জন্য রাজ্যপাট চালিয়েছেন মোরারজী দেশাই, পিভি নরসিংহ রাও প্রমুখ। অবহেলা, বঞ্চনা জন্ম দিয়েছে উত্তরপূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদের। এই মোদী সরকারের আমলেই ত্রিপুরা যুক্ত হলো ভারতীয় রেল মানচিত্রে। গুয়াহাটি ত্রিপুরা ব্রডগেজ লাইন দ্বারা সংযুক্ত রেলপথ স্বাধীনোত্তর ভারতে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রথম উপহার। এছাড়া বরাক্ উপত্যকায় লামডিং-বদরপুর-শিলচর যুক্ত হয়েছে রেল মানচিত্রে। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে

অসম অরুণাচলও যুক্ত হয়েছে ব্রডগেজ লাইনের দ্বারা। মেঘালয় এই প্রথম যুক্ত হলো রেলমানচিত্রে ডুডহোনই-সেডনিপাথার রেল সংযোগের মাধ্যমে। ২০১৬-র মে মাসের নির্বাচনে উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য অসমে বিজেপি ও তার সঙ্গী যে ভাবে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে কংগ্রেসকে হারিয়ে জয়ী হলো তার মূলেও অন্যতম কারণ হলো উত্তরপূর্ব ভারতে মোদী সরকারের রেল সম্প্রসারণে সাফল্য।

২০১৪-১৫ রেল বাজেটে কীভাবে মোদী সরকার কাজ করেছে রেলের পরিকাঠামো নির্মাণে একবার দেখে নেওয়া যাক। ৭২৩ কিলোমিটার ডবল লাইন নির্মাণ সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ, এযাবৎকালে সবচেয়ে অধিক বৈদ্যুতিকরণ (১৩৭৫ রুট-কিমি) সম্পূর্ণ হয়েছে। ওই অর্থ-বছরে সর্বাধিক রেল লাইন (১৯৮৩ কিমি) পাতা হয়েছে। অপটিকাল ফাইবার কেবল পাতা হয়েছে ১৩২৯ কিমি।

বিনা টিকিটের যাত্রী কমিয়ে, উন্নততর পরিষেবা, পণ্য পরিবহণের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের চেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে রেল অতিরিক্ত আয় করেছে ১৭ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা। আগের বছরের (২০১৩-১৪) চেয়ে পণ্য পরিবহণে আয় বেড়েছে ১২.৭ শতাংশ এবং যাত্রী পরিবহণে আয় বেড়েছে ১৫.৫ শতাংশেরও অধিক। এই দুই বছরে মোদী সরকার যে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সুফল আগামীদিনে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবে। এগুলি হলো—

(১) সারা দেশে ৪০০টি A এবং A-1 ধাঁচের স্টেশন আরও উন্নততর পরিষেবার

আওতায় আনা।

(২) 'ফ্রেট টার্মিনাল পলিসি' বেসরকারিকরণ নিয়ে যে নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল তা সরানো হয়েছে। আবেদন পত্রের জন্য ফি এবং সিকিউরিটি ডিপোজিটের অর্থ দুই কম করা হয়েছে।

(৩) রেল প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণের জন্য ইপিসি মডেলের টেণ্ডারিং পদ্ধতি চালু করেছে রেল।

(৪) এএলসিও লোকোমোটিভ তৈরি বন্ধ করে দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে ৪৫০০ অশ্বশক্তির বা আরও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রেল ইঞ্জিন তৈরি করবে রেল।

(৫) পাঁচ বছর বাদে রানিং স্টাফদের খাবারের ভরতুকির বিষয় পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে।

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য যে রেলের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে তার নিদর্শন পাওয়া যায় ২০১৫-র ২৬ মে থেকে ৯ জুন নেওয়া রেলের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে।

(ক) ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩৩টি প্রকল্প রূপায়ণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে।

(খ) ৭৩টি যাত্রী সুবিধা কেন্দ্র খোলা হয়েছে ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে।

(গ) ৭ হাজার রেল স্টেশন দেখভালের জন্য রেল নিয়োগ করেছে পরিদর্শক।

(ঘ) ৪ হাজার রোডশো করা হয়েছে রেল স্টেশন ও ট্রেনে।

(ঙ) স্বচ্ছ ভারত অভিযানের নিরিখে বিভিন্ন স্টেশনে ৭ হাজার ৫০০টি স্বচ্ছতা ও পরিদর্শন কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

(চ) ২৭০০টি ক্যাটারিং পরীক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

(ছ) ৪ হাজার ৬০০টি র‍্যান্ডম চেকিংয়ের মাধ্যমে ১.৬ লক্ষ মামলা রুজু হয়েছে এবং ৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছে রেলের আয় বাড়িয়ে।

(জ) রেলের সময়ানুবর্তিতা নিরীক্ষণের জন্য ৩ হাজার রেল কর্মী কর্তৃক নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঝ) রেল কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনায় ৮ হাজার ৫০০টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঞ) অসামাজিক ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপ রুখতে ১৪০০টি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ট) ৫৫ হাজার রেলকর্মী ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ১ হাজার ৩০০টি স্বাস্থ্য শিবির খোলা হয়েছে।

(ঠ) ২২ হাজার কর্মী আবাসন রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ড) ৫৯০টি যোগ শিবিরে ১৯০০০০ মানুষের যোগদানের ব্যবস্থা করেছে রেল।

নরেন্দ্র মোদীর পাঁচশালা কার্যকালে রেলমন্ত্রক পরিকাঠামো উন্নয়নের যে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তার এক পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হলো—

রেল পরিষেবা, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, পরিকাঠামোয় উন্নয়ন, মেক-ইন- ইন্ডিয়া প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে জনসাধারণের সেবা রেল মন্ত্রক তথা মোদী সরকারের মূল লক্ষ্য। সবশেষে বলা যায় যে, ভারতীয় রেল ব্যবস্থা হলো বিশ্বের দ্বিতীয় ও এশিয়ায় সর্ববৃহৎ পরিবহণ ব্যবস্থা। কোনো সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতার তালিকায় রেল পরিবহণ ব্যবস্থায় উন্নয়ন অবশ্যই মুখ্য ভূমিকা পালন করে মানুষের রুজি, দেশের আর্থিক উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে সর্ববৃহৎ পরিবহণ ব্যবস্থা। তাই ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর নজরে রয়েছে রেল উন্নয়নের সামগ্রিক ব্যবস্থা।

সাল	নতুন লাইন (কিমি)	গেজ পরিবর্তন (কিমি)	ডবল লাইন (কিমি)
২০১৪-১৫	৩৮০	৮৮০	৭২৩
২০১৫-১৬	৫০০	৮০০	১২০০
২০১৬-১৭	৪০০	৮০০	১৮০০
২০১৭-১৮	৪০০	৮০০	১৮০০
২০১৮-১৯	৪০০	৮০০	২৮০০

২০২৩ সালে দেশে প্রথম বুলেট ট্রেন

নরেন্দ্র মোদী সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো দেশে বুলেট ট্রেনের প্রবর্তন। এই বিষয়ে ২০১৪ সালে শপথ নেওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রথম জাপান সফরে গিয়ে কথাবার্তা চালান প্রধানমন্ত্রী। তাঁরই মন্ত্রীসভায় রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু ঘোষণা করেন সব কিছু ঠিকঠাক চললে ২০২৩ সালেই দেশে প্রবর্তন হতে চলেছে প্রথম বুলেট ট্রেন। মুম্বই থেকে আমেদাবাদ পর্যন্ত ৫০৮ কিমি রাস্তা সফর শেষ করতে সময় নেবে মাত্র ২ ঘণ্টা এই ট্রেন। সর্বোচ্চ নির্ধারিত গতি ৩৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা হলেও ট্রেনটির গতি হবে ৩২০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। পথিমধ্যে ট্রেনটি সমুদ্রের নীচে ২১টি টানেল অতিক্রম করবে। এই রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হবে আনুমানিক ৯৭ হাজার ৬৩৬ কোটি টাকা যার ৮১ শতাংশ আসবে জাপান থেকে ঋণ হিসেবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্যের নানামুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত দু'বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সময়োপযোগী পরিকল্পনার ফসল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে। বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য সরকারের ভাবনা ও উদ্যোগ সবিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এখানে এমন কয়েকজন মানুষের কথা বলা হলো যারা সরকারি সাহায্য পেয়ে শুধু উপকৃতই হননি, বলা যায় নতুন জীবন শুরু করেছেন।

দেবাশিস নাথ, পশ্চিমবঙ্গ

দেবাশিস নাথ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩৩নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ৪১ বছর বয়েসি দেবাশিসবাবু কেএমসি-র সাফাই কর্মচারী এবং পার্টটাইম ড্রাইভার। এলাকায় অনুষ্ঠিত একটি সচেতনতা শিবিরে তিনি প্রথম জাতীয় সাফাই কর্মচারী আর্থিক বিকাশ প্রকল্পের কথা শোনেন। প্রকল্প থেকে ঋণ পাওয়া যায় জানার পর তিনি আর দেরি করেননি। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর গাড়ি চালানোর দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা পর্যালোচনা করে সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। সেই টাকায় দেবাশিসবাবু একটি স্করপিও গাড়ি কিনেছেন। তাঁর গাড়ি কে এম সি-তেই ভাড়া খাটে। এখন তাঁর মাসিক রোজগার ২৬ হাজার টাকা, যা থেকে তিনি ১৫ হাজার ৮৬৮ টাকা প্রতি মাসে ঋণশোধ করেন। বৃদ্ধা মা স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে দেবাশিসবাবুর সংসার। নিজেই জানালেন রোজগার বাড়ার পর জীবনযাপনের মান আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে। মেয়েও আবার স্কুলে যেতে শুরু করেছে।

পারুবেন চেলাভাই, গুজরাট

পারুবেনের বাড়ি গুজরাটের বনসকান্ত জেলায়। পেশায় তিনি সাফাই কামদার। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে আবর্জনা পরিষ্কার করেন। তাঁর স্বামীও এই কাজ করেন। তপশিলি জনজাতিভুক্ত পারুবেন মহিলা সমৃদ্ধি যোজনায় ৩৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মোষ কিনেছেন। এখন তাঁর রোজগার ১৫ হাজার টাকা। পারুবেনের রোজগার বেড়ে যাওয়ায় ৫ সদস্যের পরিবারের জীবনযাপনের ছবিটা অনেকখানি বদলে গেছে। নরেন্দ্র মোদীর নাম করলে তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে। সময়মতো ঋণ শোধ করতে না পারলেও সরকার তাঁকে ঋণখেলাপি ঘোষণা করেনি। ঋণশোধের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

সুনীতা কুমার, রাজস্থান

সুনীতাকুমার রাজস্থানের টংক জেলায় থাকেন। শহরের নাম বিকাশ নগর আর মহল্লার নাম কালীপল্টন। পেশায় তিনি ঝাড়ুদার। কিন্তু অনেকদিন থেকেই তিনি অমানুষিক পরিশ্রমের এই কাজ ছাড়তে চাইছিলেন। হঠাৎই একদিন তিনি জানতে

পারলেন সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট স্কিম ফর রিহ্যাবিলিটেশন অব ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারস, সংক্ষেপে এস আর এম এস-র কথা। প্রকল্পটি ঝাড়ুদার সম্প্রদায়ের কথা মাথায় রেখেই তৈরি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার ঋণ যেমন দেয়, প্রশিক্ষণও দেয়। সময় নষ্ট না করে সুনীতাকুমার আরা টারি এবং এমব্রয়ডারিতে প্রশিক্ষণ ও ঋণের জন্য আবেদন করেন। ২৫ হাজার টাকার ঋণ মঞ্জুর হয়। রোজগার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বদলে গেছে সামাজিক অবস্থানও।

শ্রীমতী এনগাম্মাল, তামিলনাড়ু

এনগাম্মাল তামিলনাড়ুর থিরুভাল্লুর জেলার সাথিয়ামুরথি শহরের বাসিন্দা। পেশায় ঝাড়ুদার এই মহিলার পরিবারে স্বামী

ছাড়াও রয়েছে চার সন্তান। রোজ এতগুলো মানুষের অন্নসংস্থান করা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছিল। পেশা পরিবর্তনের ভাবনাও ঘোরাফেরা করছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। এই সময়েই কানে এল এস আর এম এস প্রকল্পের কথা। এই প্রকল্পে ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এনগাম্মাল তাঁর ভ্রাম্যমান টিফিন স্টল চালু করেছেন। অফিসে অফিসের টিফিন জোগান দেন। এখন তার রোজগার ১৫ হাজার টাকা। ঋণও শেষ হয়ে গিয়েছে। ব্যবসা বাড়াবার জন্য তিনি আরও ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। পরিবারের সবাই খুব খুশি।

অভাবের সেই ফাঁসটা আর নেই। পাড়াপড়শীর চোখেও একটা সমীহের ভাব ফুটে ওঠে। এনগাম্মাল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন। সেই সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীকেও।

এই ছবি এখন ভারতবর্ষের সর্বত্র। সদর্থক ভাবনার আবেশে ভাসছে সারা দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাফল্য তিনি এই ভাবতরঙ্গ ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। মাত্র দু'বছরে প্রশাসনকে তেল খাওয়া যন্ত্রের মতো সবল করে তোলা কম কথা নয়।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

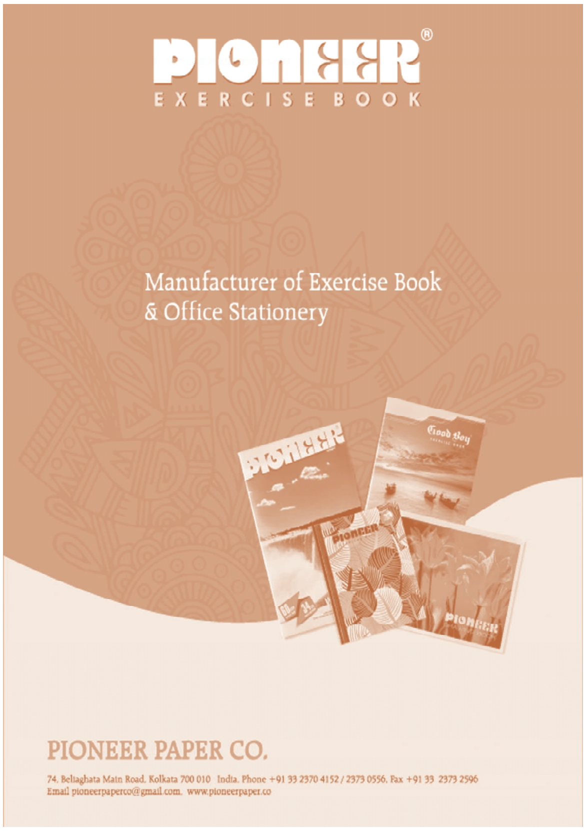

‘বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের মতো বর্তমানে চারুকলারও লক্ষ্য ‘মাতৃভূমির পুনর্গঠন’, অন্য কিছুই নয়— এই নীতি অবশ্যই অনুসৃত হওয়া উচিত।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

চিঠিপত্র

সংরক্ষণ ও গুজরাট মডেল

নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন গুজরাট সরকারের স্লোগান ছিল— 'উন্নততর গুজরাট, সমৃদ্ধ গুজরাট, শিক্ষিত সমর্থ, পরিষ্কার ও সবুজ গুজরাট, সর্বোপরি আধুনিক গুজরাট'। গুজরাট মডেলের জনক বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা ইতিমধ্যেই স্বীকৃত। গুজরাট উন্নয়নের কাণ্ডারি, বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন দক্ষ প্রশাসক হিসেবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সার্থক ভূমিকা পালন করে চলেছেন। সম্প্রতি গুজরাট সরকার অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পিছিয়ে পড়া সকল শ্রেণীকে সংরক্ষণের আওতায় আনার অভিনব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। স্বস্তিকার ৯ মে, ২০১৬ সংখ্যার সম্পাদকীয় কলমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সারা দেশেই যখন জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় তখন গুজরাট সরকারের এই আর্থিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে অবশ্যই গুজরাটে দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সকল মানুষই উপকৃত হবেন তা বলা যায়। এখন যে-কোনো রাজ্যে জাতিগত ভিত্তিতে সংরক্ষণ সাংবিধানিক বৈধতা পেয়ে আসছে। আবার বিভিন্ন রাজ্য তথা দেশে মুসলমানদের উন্নতি ঘটানোর জন্য নানারকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমান সংরক্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আসলে মুসলমান সংরক্ষণের নামে তোষণের রাজনীতির মাধ্যমে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য তা বলা যায়। অথচ ধর্ম বা সম্প্রদায়ভিত্তিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানেই নেই। আবার এর আগে তপশিলি জাতি বা জনজাতি থেকে ধর্মান্তরিত হওয়া লোকেদের জন্য সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যদিও এধরনের একাধিক জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার আবেদন সর্বোচ্চ আদালত খারিজ করে দিয়েছিল। তবে ধর্মান্তরিতদের জন্য সংরক্ষণের অনুরূপ দাবি ১৯৩৬ সালে বৃটিশরাও বাতিল করে দিয়েছিল। বর্তমানে সংরক্ষণ নিয়ে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলগুলো আখের গোটাবার চেষ্টা করে থাকে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে অনগ্রসর সমাজ সংরক্ষণের আওতায় চলে এলেও পিছিয়ে পড়া সমাজ সংরক্ষণের বাইরেই থেকে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণ বিষয়ে গুজরাট সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ অন্যান্য রাজ্যের কাছেও গ্রহণযোগ্য হওয়া দরকার।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

ঘরের মধ্যে দূষণ

আমরা জল দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, জমি দূষণ এই সমস্ত দূষণ নিয়ে নানা ভাবে জেনেছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছে, প্রতি বছর বাইরের দূষণের থেকে ঘরের মধ্যে দূষণের ফলে প্রায় চার গুণ মানুষের বেশি মৃত্যু হয়। অর্থাৎ যেখানে বাইরের দূষণের ফলে বিশ্বে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় সেখানে ঘরের মধ্যে দূষণের ফলে কুড়ি লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। তবে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলির কারণ আলাদা। উন্নয়নশীল দেশে অভ্যন্তরীণ দূষণের প্রভাব অনেক বেশি। কারণ এখানে কাঠ-কয়লা, গোবর রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ঘরগুলিতে হাওয়া-বাতাস বা অক্সিজেন চলাচলের ব্যবস্থা থাকে না। সেজন্য কার্বন-মনোক্সাইড বা অন্যান্য মারাত্মক জীবন হরণকারী গ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিতে হয়। এই কারণে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাজমা, হৃদরোগ, ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়। কারণ, উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্ধেকেরও বেশি কাজে রান্নার জ্বালানির জন্য অন্য উপায় না থাকায় শুধুমাত্র এই জন্য প্রায় ১১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। উদ্বায়ী জৈব উপাদানগুলি ঘরের ভেতরে নানাধরনের দূষণের সৃষ্টি করে। এগুলি আসলে কার্বন যুক্ত উপাদান, এই ধরনের দূষণকে চিহ্নিত করা যায় না। একে আমরা বলি Sick Building Syndrome হিসেবে। এর উৎস সুগন্ধি, রং, প্লাস্টিক, ঘর পরিষ্কার করার সরঞ্জাম, আঠা, আসবাব, কার্পেট, কোনো বিশেষ খাবারের গন্ধ, নতুন গাড়ির গন্ধ প্রভৃতি থেকে নির্গত হয়। এর থেকে অ্যালার্জি বা হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এগুলি থেকে দূষণের মাত্রা অত্যন্ত কম, কিন্তু এই জাতীয় অভ্যন্তরীণ দূষণের কেন্দ্রস্থলে জমাট বেঁধে থাকে। জীবন্ত উপাদান থেকেও অভ্যন্তরীণ দূষণ ছড়ায়। ধুলা পোকা, বায়ু বাহিত জীবাণু প্রভৃতি মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। এর থেকে অ্যালার্জি হতে পারে আবার মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ হতে পারে।

—পুলক ঘোষ চৌধুরী,
নবপল্লী, বারাসাত।

প্রসঙ্গ স্বস্তিকা

এখন ঠিক সময়ে স্বস্তিকা হাতে পাচ্ছি। বহুকাল ধরে এ পত্রিকা পাঠ করছি। দুঃসাহসিকতা ভাবা যায় না! সুন্দর মৌলিকের লেখা যেন মনের কথা টেনে বলা। প্রতি সংখ্যায় সাহিত্য বিভাগ থাকলে খুশি হবো, যেমন ছোটদের 'নবাঙ্কুর' বিভাগ আছে। রচনাগুলির ভাষা বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল। এমন পত্রিকা'র প্রচার ও প্রসার খুবই আবশ্যক।

—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

ডিরোজিও

এন.সি.দে. তাঁর নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ১১.৪.১৬) বলেছেন, ডিরোজিও রাজনারায়ণ প্রমুখ ব্যক্তির আর্থিক সহায়তায় ১৯৬৭-এর ১২ এপ্রিল জাতীয় মেলা বা চৈত্র মেলা তথা 'হিন্দু মেলা' গড়েছিলেন। তথ্যটি কি ঠিক?

সুবীর রায়চৌধুরী প্রণীত এন.বি.টি.-র 'হেনরি ডিরোজিও' বা 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান' পুস্তক দু'টিতে ওরকম কোনো তথ্য নেই। তাছাড়া, ডিরোজিও-র মৃত্যু হয়েছিল চৈত্র মেলার পত্তন হওয়ার ঢের আগে, ১৮৩১-এর ২৬ ডিসেম্বর (সূত্র ঐ)।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

'সাত খুন মাফ'
কোন যাদুতে আবার ক্ষমতায় মমতা?

সাধন কুমার পাল

২০১১-র পরে ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ আরো একবার মমতা ঝড়ের সাক্ষী হয়ে থাকলো। ২১১টি আসন পেয়ে আবার মসনদে মমতা। এমনটা যে হতে চলেছে বড় বড় পণ্ডিতও তা আন্দাজ করতে পারেননি। মমতা ব্যানার্জী নিজের এমনকী তৃণমূলের সাধারণ সমর্থকদের কাছেও এই ফলাফল ছিল কল্পনার অতীত। নির্বাচনের ফল সামনে আসার পর তৃণমূলনেত্রী নেত্রী দাবি করছেন বিগত সাড়ে চার বছরে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে বলেই এই ফলাফল। তৃণমূলনেত্রী মমতা ব্যানার্জীর নিজের উন্নয়নমূলক কাজের জোরে ভোটে জিতবেন এমন আত্মবিশ্বাস থাকলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এতটা উঠেপড়ে লাগতেন না। রিগিং, ছাপ্পা, সন্ত্রাস শিল্পে তৃণমূল কংগ্রেস যে সিপিএমের সমগোত্রীয় তার প্রমাণ বিগত পাঁচ বছরে বিভিন্ন পৌরসভা, পঞ্চায়েত, স্কুল পরিচালন সমিতি, কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ পেয়েছে। এবারের নির্বাচনে কমিশনের কড়াকড়িতে রিগিং, ছাপ্পা, সন্ত্রাস শিল্পকে আর পাঁচটা নির্বাচনের মতো ক্রিয়াশীল করা যায়নি। অনেকের মতে নিজেদের অভ্যাস ও পরিকল্পনা মাফিক সেই শিল্পকে ক্রিয়াশীল করতে না পেরে তৃণমূল নেত্রী মাঝেমধ্যেই নির্বাচন চলাকালীন মেজাজ হারিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। এই মেজাজ হারানোটা নিশ্চয়ই নিজের উন্নয়নমূলক কাজের জোরে নির্বাচনে জেতার আত্মবিশ্বাসপ্রসূত কোনো ঘটনা নয়।

সারদা, নারদা কিংবা পোস্তার উড়ালপুল ভেঙে এতগুলি মানুষের মৃত্যুর ঘটনা গ্রাম তো দূরের কথা শহরে ভোটারদেরও কেন প্রভাবিত করলো না? ফল ঘোষণার পর এটা বিশ্লেষণ করতে বিশ্লেষকদের কলম থেমে যাচ্ছে, বাক্‌রুদ্ধ অবস্থা তৈরি হচ্ছে। শিল্প নেই, নিয়োগ বন্ধ, যৎসামান্য শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল তাতেও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির গল্প মানুষের মুখে মুখে ফেরা সত্ত্বেও নির্বাচনে তার বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই কেন? এই প্রশ্নের কোনো জুতসই ব্যাখ্যাও কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকেই বলছেন ব্যক্তি মমতার সৎ ভাবমূর্তির জন্যই এই ফলাফল। এই ব্যাখ্যা সঠিক হলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-য়ের সততা দিয়েই কংগ্রেসের ক্ষমতায় ফেরা উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। তাছাড়া সারদা, নারদার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও এখন নিজেকে সততার প্রতীক বলে দাবি করেন না।

সারদা কাণ্ডে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত জেলবন্দি মদন মিত্রকে কামারহাটি কেন্দ্রের ভোটাররা হারিয়ে দিয়ে দুর্নীতির ইস্যুতে রাজ্যবাসীর স্পর্শকাতরতা প্রমাণ করলেও বিভিন্ন ইস্যুতে দুর্নীতির কালিতে কালিমালিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দল হিসেবে তৃণমূলকে কেন ছাড় দিয়েছে এই প্রশ্ন এখন মানুষের মুখে মুখে।

উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। নতুন নতুন শিল্প, কর্মসংস্থান, আমজনতার আয় বৃদ্ধি, মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, প্রকৃত উন্নয়ন বলতে এগুলোকেই বোঝায়। বিগত পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের উন্নয়ন হয়েছে এমন দাবি স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী করেছেন বলে শোনা যায়নি। সবুজ সাথি প্রকল্পে সাইকেল বিতরণ, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, দু'টাকা কেজি চাল বিতরণের মতো প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের নাম গিনেস বুকে তোলার দাবি করে থাকেন। হাসপাতালে বিনামূল্যে ওষুধ বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেও রাজ্যের মানুষ চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালমুখী হচ্ছেন এমন কথা কট্টর তৃণমূল সমর্থকরাও বলবেন না। এই ধরনের উন্নয়নকে প্রকৃত উন্নয়ন না বলে পোশাকি উন্নয়ন অর্থাৎ কসমেটিক ডেভলপমেন্ট বলা ভালো। এই ধরনের কসমেটিক ডেভলপমেন্টের জন্য এক শ্রেণীর ভোটার ভোট দেবেন এটা সত্য কিন্তু শহুরে সমজদার মানুষ ঝাঁপি উজাড় করে ভোট দেবে এমন বিশ্লেষণ খুব বেশি যুক্তিপূর্ণ মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে আসার আগে এবারের নির্বাচনে তৃণমূল বিরোধী শক্তিগুলির রণসজ্জাটি একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। উত্তরবঙ্গে কিছু আঞ্চলিক দলের সঙ্গে জোট ছাড়া বিজেপি একক ভাবেই নির্বাচনে লড়েছে। কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের মধ্যে জোট হয়েছিল। এই জোট কতটা নৈতিক, কতটা অনৈতিক কিংবা সুবিধাবাদী এই নিয়ে অনেক

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯
সবার প্রিয়
বিল্লদা®
চানাচুর

চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে না গিয়ে এটা বলা যায় যে এই বাম-কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় আসছে একটা কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। কৃত্রিম এইজন্যই যে ২০১১ সালে ৩৪ বছরের শাসন অবসানের পর আবার বামেদের গ্রহণযোগ্যতা ফিরে এসেছে কিনা এটা বিশ্লেষণ না করে গোয়েবলসীয় ধাঁচে বারবার প্রচার করে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোটের জেরে বামেরা আবার ক্ষমতায় ফিরছেই এমন পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। এই পরিবেশ তৈরির পিছনে মূল ভূমিকা পালন করছে ‘বিশেষ’ গোষ্ঠীর প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। এই গোষ্ঠীর টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্র জোটের হয়ে এতটাই পক্ষপাতমূলক প্রচার করেছে যে অনেক সচেতন মানুষকে বলতে শুনেছি এইগুলি সংবাদমাধ্যম নয়, বাম-কংগ্রেস জোটের বিজ্ঞাপন সংস্থা। মিডিয়া গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। কিসের স্বার্থে এই বিশেষ মিডিয়া গোষ্ঠী এই ধরনের নির্লজ্জ পক্ষপাতমূলক আচরণ করলো সেটা তারাই বলতে পারবে। তবে সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন কমেন্টও দেখেছি যেখানে বলা হচ্ছে রাজনীতিকদের চেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত মিডিয়া। ‘এগিয়ে থাকা এগিয়ে রাখা’-র দাবিদার ‘এই মিডিয়া গোষ্ঠী যে সঙ্কীর্ণ স্বার্থে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভটিকে কলঙ্কিত করলো এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই মিডিয়া গোষ্ঠীর প্রচারের ফলে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হলো যে কংগ্রেসের ঘাড়ে পা দিয়ে বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসাটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এতে মানুষের মনে ৩৪ বছরের বাম শাসনের সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি এবং স্মৃতি থেকে ভীতি জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। বিজেপির অনেক চিন্তাশীল সমর্থককেও বলতে শুনেছি তৃণমূল আসে আসুক কিন্তু বামেরা যেন ফিরে না আসে। ৩৪ বছরে বামেরা বাংলায় যে তাণ্ডব চালিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস তার সিকি ভাগও করেনি। অনেক মানুষকে এমন বলতে শুনেছি যে সারদা-নারদা কিংবা সেতু ভেঙে পড়ে রাজ্যে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হবে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে। তৃণমূল কংগ্রেস কিছু না করুক বামেদের মতো মানুষের কথা বলার অধিকারটুকু কেড়ে নেয়নি।

বিজেপিও দল হিসেবে তৃণমূলের বিকল্প হিসেবে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত এমন ভাবে নিজেদের তুলে ধরতে পারেনি। ফলে সাধারণ ভোটাররা বামেদের ঠেকাতে ২০১১-র মতো চোখ বন্ধ করে জোড়া ফুলে ভোট দিয়েছে। এই বাম বিরোধী হাওয়া এতটাই তীব্র ছিল যে এবার বামফ্রন্টের আসন সংখ্যা ৬২ থেকে ৩২এ নেমে এসেছে। সবমিলে এটা বোধ হয় বলা যায় যে বাম মুক্ত বাংলা গড়ার কৃতিত্বের জন্যই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সমস্ত দোষ মাফ করে দিয়ে ঝাঁপি উজাড় করে ভোট দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মসনদে বসালেন।

ইতিমধ্যে তৃণমূল নেত্রীর ইঙ্গিতে বুঝে নেওয়ার হুঙ্কারের বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজেপি ও সিপিএমের পার্টি অফিস, সমর্থকদের বাড়ি ঘর লুটপাট, ভাঙচুর, হাজার হাজার টাকা চাঁদা ধরা, না করা সত্ত্বেও ভোট দিতে যাওয়ার জন্য ধমকানো চমকানোর খবর আসছে। প্রশাসনে জানালে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসন খবর পেয়েও নিষ্ক্রিয়। অজানা আশঙ্কায় দিন কাটছে বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের। এটাই দুঃখের যে তৃণমূলনেত্রী সিপিএমকে হটালেন কিন্তু রেখে দিলেন সিপিএমের সমস্ত অপকর্মের ধারা। ■

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

B.M.

বিশ্ব অলিম্পিকের মঞ্চে দীপা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

রিও অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জনের স্বপ্ন পূরণ করে ত্রিপুরার জিমনাস্ট দীপা কর্মকার সাংবাদিকদের বলেছেন যে তিনি রিওর ফ্লোরে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন পদক তুলে আনার জন্য। ''জিমনাস্টিক চর্চা শুরু করার পর স্বপ্ন দেখে এসেছি একদিন দেশের হয়ে অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করব। আমার আরো স্বপ্ন ছিল যে অলিম্পিক পদক জিতব আমার দেশের হয়ে। আমি এখন অলিম্পিকে কোয়ালিফাই করেছি। প্রথম ধাপটা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছি। এখন আমি আরো পরিশ্রম করব এবং আশা করি অলিম্পিকে একটা পদক পাব। শুধু অলিম্পিকে অংশগ্রহণেই নয় ইতিহাস গড়ে দেশে ফিরে আসাই আমার লক্ষ্য''। দীপা রিওর প্রি অলিম্পিকে সাফল্যমণ্ডিত গৌরব উৎসর্গ করেছেন তার কোচ ও মেন্টর বিশ্বেশ্বর নন্দীকে।

তিনি কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন কোচ তার কাছে ভগবানের আর্শীবাদস্বরূপ এক প্রেরণা যিনি মানুষের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সদাজাগ্রত। এছাড়া সাইয়ের পরিকাঠামো ও সুযোগ সুবিধে তাঁকে এতদূর এগিয়ে দিয়েছে বলে তিনি জানান। তার কাছে বিদেশে প্রশিক্ষণের অফার আছে কিন্তু সাইয়ের ট্রেনিং পদ্ধতি বিদেশের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। গত নভেম্বরে বিশ্ব জিমনাস্টিক থেকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল তাকে। তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে রিওতে অলিম্পিক কোয়ালিফাইং রাউন্ড থেকেই শেষ পারানির কড়ি জোগাড় করে নিতে হবে। তাই রিও যাবার আগে নিবিড় প্রস্তুতিতে ডুবিয়ে দেন নিজেকে। আর রিওতে গিয়ে এমন এক কাণ্ড করে বসেন যা দেখে গোটা দুনিয়া চমকে যায়। বিশ্ববিখ্যাত রাশিয়ান জিমনাস্ট ইয়েলানা প্রোদুনোভা সৃষ্ট যে ডাবল সামারসল্ট ভল্ট— তা নিখুঁতভাবে করে এক মায়াবী স্বপ্নগাথার জন্ম দিয়ে যান রিওতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই অতি নান্দনিক কিন্তু চূড়ান্ত কঠিন এক্সারসাইজটি গোটা বিশ্বে মাত্র পাঁচজন করে দেখাতে পেরেছেন। আর এই মুহূর্তে দীপাই একমাত্র জিমনাস্ট যিনি এই চর্চায় পারদর্শী। রিওর মূল অলিম্পিকে দীপা আর্টিস্টিক জিমনাস্টিক্সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তাঁর বর্তমান যে স্কোর তা অলিম্পিকে পোডিয়াম কিনিজের প্রায় কাছাকাছি থাকবে। হাতে দু'মাস সময় আছে। নিজেকে আরো শাণিত করে নিতে পারলে পদক অসম্ভব নয়, মনে করেন প্রথম ভারতীয় অলিম্পিক অংশগ্রহণকারী জিমনাস্ট মন্টু দেবনাথ। মন্টুর পর দীপা দ্বিতীয় তথা প্রথম মহিলা জিমনাস্ট হিসেবে অলিম্পিকে যাচ্ছেন। তার ওপর যে গুরুদায়িত্ব বর্তেছে তা পালন করতে পুরোমাত্রায় দায়বদ্ধ তিনি।

সাই কর্তৃপক্ষ তাকে আশ্বাস দিয়েছে অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য বিশেষ ধরনের স্প্রিংবোর্ড আনিয়ে দেবে বিদেশ থেকে। এছাড়া টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম থেকে মোটা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য। দীপার ইচ্ছে তার ব্যক্তিগত কোচ ও ট্রেনারকে নিয়ে ইউরোপে ১৫/২০ দিনের ট্রেনিং করা যাতে তার আন্তর্জাতিক অবস্থান বুঝে নিতে সুবিধে হয়। প্রি অলিম্পিকে সোনা জেতার সঙ্গে আসল অলিম্পিকে পদক তুলে আনার কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ সেখানে রাশিয়া, রুমানিয়া, আমেরিকা ও চীনের মতো মহাশক্তিধর দেশের জিমনাস্টিকরা। তবে দীপার অগ্রগতির রেখাচিত্র অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের জন্য দৃঢ় সংকল্প মনন যদি একসঙ্গে কাজ করে তবে বিস্ময়কর কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। ২০১৪-র গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জ জয়ী দীপা পরের বছর বিশ্ব চাম্পিয়নশিপে ফাইনালে উঠে পঞ্চম হন। এবার আরো বড় মঞ্চে অগ্নিপরীক্ষা।

শব্দরূপ-৭৯০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

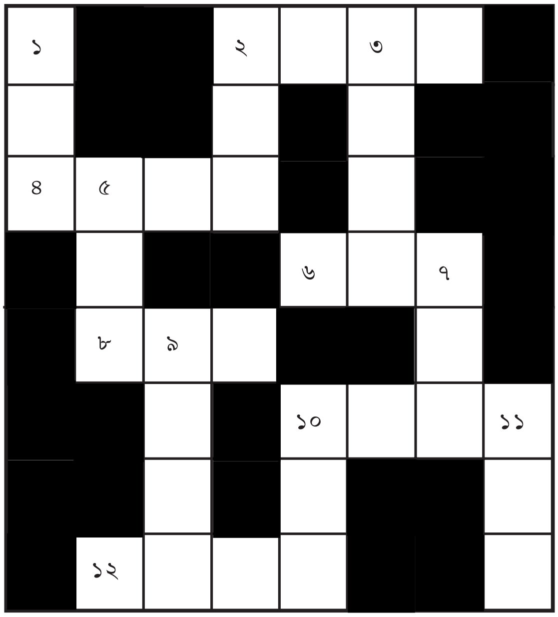

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. পুরাণোক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ঋষিবিশেষ (সংখ্যায় ষাট হাজার), ৪. সূর্য, ৬. রাধিকার শাশুড়ি, ৮. পুরাণপাঠক, ১০. ইঙ্গ প্রতিশব্দে নাবালক, ১২. যোগসূত্র ও পাণিনি ভাষ্য রচয়িতা ঋষি।

উপর-নীচ : ১. বড় লেবু বিশেষ, ২. বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার, ৩. বিরোধ ও বচসা, ৫. ব্রাহ্মণবালক, ৭. সযত্নে পালন, ৯. কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, ১০. ইন্দ্রের সারথি, ১১. ছারপোকা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৮৭

		বৃ	হ	ন্ন	লা		স
না	বি	ক			দা		মি
	ষ্ণু		গ		বি	বি	ধ
	প	ড়ু	য়া			স	
	ঞ্জ			শি	ল	ং	
গ	র	দ		বি		বা	
রু		নু			র	দ	ন
ড়		জ	য়	দ্র	থ		

সঠিক উত্তরদাতা
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
মণীশ দাস
চাঁচোল, মালদা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭৯০ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৭ জুন ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

বিশ্বচরাচরের একতা দর্শন করে, তার বিবিধ রূপের মধ্যে পরস্পর পরিপূরকতাকে হৃদয়ঙ্গম করে তাতে পরস্পর অনুকূলতার বিকাশ করা এবং তার সংস্কার করাই হলো সংস্কৃতি। প্রকৃতির অনুকূলে কাজ করা হলো সংস্কৃতি এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করাই বিকৃতি। সংস্কৃতি প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে না, দুর্লক্ষ্য করে না। বরং প্রকৃতির সৃষ্টি-ভাবকে অধিক সুখময় ও হিতকারক করে তার বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে তার বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিকে বাধাদান করে। এই প্রক্রিয়াই সংস্কৃতি।

ভারতে আত্মাকে যদি অনুভব করতে হয় তাহলে তাকে রাজনীতি অথবা অর্থনীতির চশমায় না দেখে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। ভারতীয়ত্ব'র অভিব্যক্তি রাজনীতির দ্বারা নয়, বরং সংস্কৃতির দ্বারাই অনুভূত হয়। বিশ্বকে যদি আমাদের কিছু শেখানোর থাকে তাহলো ভারতের সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতা ও কর্তব্যপ্রধান জীবন।

ভারতে একটিই সংস্কৃতি বিদ্যমান। অধিক সংস্কৃতির স্লোগান দেশকে টুকরো টুকরো করে ভারতীয়ত্বকে ধ্বংস করে ফেলবে। সেজন্য মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্ব, কংগ্রেসের দ্বি-সংস্কৃতিবাদ এবং কমিউনিস্টদের বহু সংস্কৃতিবাদ এদেশে চলতে পারে না। ভারতীয় সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেসের বহু বিদ্বান নিজের ভুল বুঝতে পেরে 'এক সংস্কৃতি'র তত্ত্ব মেনে নিচ্ছেন। এই ভাবনাই ভারতবর্ষের একতা ও অখণ্ডতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। আর তখনই আমরা সব সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হবো।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

প্রিটোনিয়া প্রকাশিত শুভ বাংলা নববর্ষের নতুন বইয়ের সম্ভার

শেখর সেনগুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দ: সার্বিক (১ম খণ্ড) মূল্যায়ণ ₹২৫০
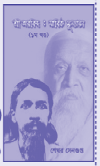

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
ফিরে দেখা ₹২০০
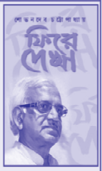

ড. মনিমোহন ভট্টাচার্য

স্বামীজী পুত্র (১ম খণ্ড) নেতাজী ₹৩৫০

সুনীল দাস
চারটি রহস্য উপন্যাস ₹২০০

ড. চন্দন চক্রবর্তী
প্রথম স্বাক্ষর ₹১০০

হরিবংশ রাই বচ্চন
অনুবাদ : সুমিতা ভৌমিক
মধুশালা ₹১০০

ড. চিররঞ্জন পোদ্দার
ল্যাপিস লাজুলি ₹১৫০

আহমদ রফিক
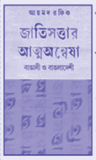
জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষা বাঙালী ও বাঙলাদেশী ₹২০০

নির্মল ঘোষ
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংশয়ে ও স্বপ্নে ₹১৫০
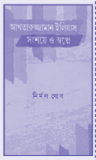

আহমদ রফিক
এই অস্থির সময় ₹১৭৫
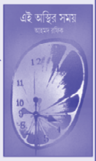

ড. বিজয় আঢ্য
পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে ₹২০০

শেখর সেনগুপ্ত
পঞ্চ ঋষির রমণীচক্র ₹২৫০

Dr. Subhrendu Bhattacharjya
Affinity between Blake's Views And Indian Philosophy
INR : 500
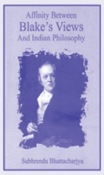

সৌরকুমার বসু
শান্তিনিকেতন ও নকশাল আন্দোলন ₹২০০
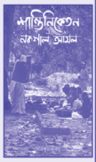

অর্পণ — একটি মননশীল পত্রিকা
সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে। গ্রাহক মূল্য ২০০
আপনার মূল্যবান লেখাটি পাঠান মনোনীত হলে আমরা প্রকাশ করবো
সম্পাদক : প্রদীপ ঘোষ মোবাইল : 9831145588

প্রিটোনিয়া পাবলিশার্স অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউটরস্
১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯
☎ ২২৪১-২১০৯/৬৪৫৪-২১০৯
publishers.pritonia2015@gmail.com
visit : www.pritoniapublishers.com

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana (NR) ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের ফেরানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিদেশমন্ত্রক থেকে পাওয়া একটি খবরে জানা গেছে, কৈলাস-মানস সরোবরের যেসব তীর্থযাত্রী খারাপ আবহাওয়ার জন্য আটকে পড়েছিলেন তাঁদের ফেরানোর কাজ শুরু হয়েছে। মন্ত্রকের মুখপাত্র বিকাশ স্বরূপ জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই হিলসা সিমিকট নেপালগঞ্জ থেকে ১৫০ জনকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যদিও আবহাওয়া এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি, তাই খুব বেশি হেলিকপ্টার চালানো সম্ভবপর হচ্ছে না। এর ফলেই ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারের কাজ। তবে আর কয়েকদিনের মধ্যে সবাইকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পাঠ্যপুস্তক থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নবম শ্রেণীর ইতিহাস বই থেকে বাদ পড়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন। সেই জায়গায় ঢোকানো হয়েছে রুশ ও ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস। সঙ্গে অ্যাডলফ হিটলার, কার্ল মার্কস প্রমুখের জীবনী। এ ঘটনা ঘটেছে ত্রিপুরায়। বামশাসিত ত্রিপুরায় প্রশাসনের এ হেন নক্কারজনক ভূমিকায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী সকলেই প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন। ইতিহাসবিদ শুভাশিস চৌধুরী জানালেন, 'বইটির আগের সংস্করণে রানি লক্ষ্মীবাঈ, রাজা রামমোহন রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, গান্ধীজী সকলেই ছিলেন, কিন্তু বর্তমান সংস্করণে সবাই একসঙ্গে বাদ পড়েছেন।' শুধু তাই নয়, গণতন্ত্র এবং ভারতীয় সংবিধান সংক্রান্ত যে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন আগের সংস্করণে ছিল, বাদ পড়েছে তাও। বিজেপির মুখপাত্র মৃণাল দেব বলেছেন, 'এই ঘটনা সিপিএমের রাজনৈতিক দীনতা এবং দেশবিরোধী মানসিকতার প্রমাণ।' এদিকে মানুষের ক্ষোভের পারদ ক্রমশ চড়তে থাকায় মুখ খুলেছেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্ণধার মিহির দেব। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, 'আমরা যা করেছি এন সি ই আর টি-র নির্দেশিকা মেনেই করেছি। তবুও যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে আমরা খুব দ্রুত ব্যবস্থা নেব'। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বরেণ্য নায়করা আপাতত অপেক্ষায়। হৃতসম্মান তাঁরা ফিরে পাবেন কিনা একমাত্র ভবিষ্যতই তা বলতে পারে।

নেতাজীর বিয়ে নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৭৯ সালের শেষপাদ পর্যন্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিবাহ সম্পর্কিত কোনো তথ্য ভারত সরকারের কাছে ছিল না। অথচ ১৯৩৭

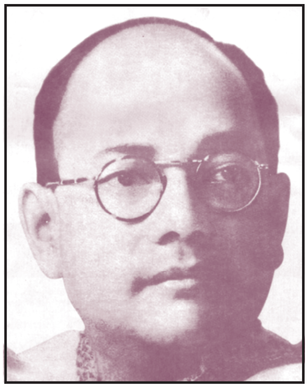

সালেই নেতাজী অস্ট্রিয়ার নাগরিক এমিলি শেঙ্কলের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এর কয়েক বছরের মধ্যে তাঁদের একমাত্র কন্যা অনিতা পাফের জন্ম হয়। কিন্তু জাতীয় তথ্যভাণ্ডারের পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে সম্প্রতি এক চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, ১৯৭৯ সালে সর্বভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী সমিতির অরুণ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিংকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে নেতাজীর বিবাহকে 'তাঁর চরিত্রহননের জন্য ইংল্যান্ডের ষড়যন্ত্র' বলে অভিযোগ করা হয়। অরুণবাবু রাজ্যপালের কাছে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেন। ওই বছরেরই সেপ্টেম্বরে রাজ্যপাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে এ বিষয়ে খোঁজখবর করার নির্দেশ দেন। আশ্চর্যের বিষয় সেই সময় নেতাজীর বিবাহ-সম্পর্কিত কোনো তথ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে ছিল না। তারা প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়কে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিদেশ বিভাগে কোনো তথ্য নেই। পুরনো নথিপত্রে শুধু কয়েকটা সংশয় আর প্রশ্নচিহ্ন পড়ে আছে।

ফেসবুকে মা-কালীর অপমান দু'জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ফেসবুকে কালীঠাকুরের অশালীন ছবি এবং কুরুচিকর মন্তব্য পোস্ট করার জন্য ভূপাল পুলিশ দু'জন মুসলমান যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। সম্প্রতি ভূপালের কিছু বিশিষ্টজন 'নাদান পরিন্দে' নামক একটি ফেসবুক-গ্রুপের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, গ্রুপের একাধিক সদস্য বেশ কিছুদিন ধরে লাগাতার মাকালীর অশালীন ছবি এবং কুরুচিকর মন্তব্য পোস্ট করে চলেছে। কয়েকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্বন্ধেও আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়। প্রতিবাদ করেও কোনো লাভ হয়নি।

গ্রেপ্তার হওয়া দুই যুবকের মধ্যে আবদুল কুরেশি দেহরক্ষীর কাজ করে আর অন্যজন আলি শেখ একটি ইলেকট্রনিক দ্রব্যের দোকানের মালিক। শহরে হৈচৈ শুরু হবার পর দু'জনই গাঢাকা দিয়েছিল। মুম্বাই-এর অ্যান্টপ হিল থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। সংস্কৃতি বাঁচাও মঞ্চের আহ্বায়ক এবং বজরং দলের নেতা চন্দ্রশেখর তিওয়ারি তীব্র ভাষায় এই ঘটনার নিন্দা করে বলেছেন, 'আমরা চাই এই ধরনের কাজ যারা করে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। দেশের কোথাও সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি আমাদের কাম্য নয়।'

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
6 June - 2016 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা